NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ জয়শঙ্কর-কনস্টান্টিনোস কম্বোসের বৈঠক

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যাকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত ৩

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ২০২৫ ১৩ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.10.2025, Vol.19, Issue No. 139, 8 Pages, Price 3.00

এবার বীরভূমে গলায় দড়ি বৃদ্ধের, অভিযোগ এসআইআর-আতঙ্কেরই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইলামবাজার: এনআরসি আতঙ্কে পানিহাটিতে আত্মহত্যা। তার পর এসআইআর আতঙ্কে দিনহাটায় আত্মহত্যার চেষ্টা। এবার ঘটনাস্থল বীরভূম। রাজ্যে এসআইআর আবহে বৃদ্ধের মৃত্যুকে ঘিরে তোলপাড় বীরভূমের রাজনীতি। এসআইআর আতঙ্কে বীরভূমের ইলামবাজার থানার বাসিন্দা ক্ষিতীশ মজুমদার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পরিবারের।

পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই এসআইআরে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। কয়েক দিন ধরেই মনমরা ছিলেন। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেন না, নিজের মনে বিড়বিড় করতেন। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে, পরিবারের লোকেদের কাছে জানতে চাইতেন, 'আমাকে কি দেশ থেকে বের করে দেবে?' বৃহস্পতিবার বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পর এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন মৃত ক্ষিতীশ মজুমদারের নাতনি হিরুবালা মজুমদার। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় ক্ষিতীশ মজুমদারের দেহ দেখতে পান তাঁর মেয়ে পুতুল মজুমদার।

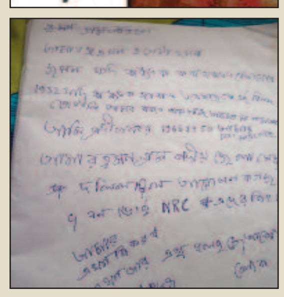

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে টুইট করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবি মুর্মু বলেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা। ৯৫ বছরের ক্ষিতীশ মজুমদার কেবলমাত্র দেশ ছাড়া হওয়ার আতঙ্কে নিজেকে শেষ করে দিলেন। পেশায় কাঠমিস্ত্রি ভদ্রলোক এই বয়সেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। নিজের কাজের বাইরে তিনি সবসময় ধর্মাচরণে ব্যস্ত থাকতেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এসআইআর-এর মাধ্যমে দেশ ছাড়া করার যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তার ভয় এইরকম বৃদ্ধ মানুষদের কুরে কুরে খাচ্ছে। পরে ইলামবাজার থানার পুলিশ ক্ষিতীশ মজুমদারের মৃতদেহ উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় ময়নাতদন্তের জন্য।

মৃত ব্যক্তির মেয়ে পুতুল দেবী জানিয়েছেন, বুধবার রাতে খাবার খেয়ে সুস্থভাবেই ঘুমোতে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তাঁর কথায়, 'সকালে অনেক বেলা হয়ে যাওয়াতেও যখন দেখি বাবা কাজে যায়নি, তখন বাবার ঘরে গিয়ে দেখি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। তবে কিছুদিন ধরেই তিনি খুব ভয়ে থাকতেন। ২০০২ সালে যে ভোটার তালিকা, সেখানেও তাঁর নাম ছিল না।' ক্ষিতীশ মজুমদারের নাতনি হিরুবালা জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে আইন প্রয়োগ করতে চলেছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। না-হলে বহু মানুষ এইভাবে মৃত্যুর পথ বেছে নেবে।' গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্যরা। প্রত্যেকেই একবাক্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধিতা করে অবিলম্বে এসআইআর বন্ধ করার ডাক দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'এসআইআর আতঙ্কে নয়, আমার মনে হয় পারিবারিক কোনও অশান্তি চলছিল, সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে। পরিবারের লোকেদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত পুলিশের। এই ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তৃণমূল।'

জেমাইমার শতরানে বিশ্বজয়ের স্বপ্নফেরি

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর: বিশ্বকাপের মঞ্চে বিশ্বরেকর্ড হরমনপ্রীতদের ! প্রথমবারের জন্য বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ওমেন ইন ব্লুয়ের।

অসামান্য , অভূতপূর্ব- সমস্ত বিশেষণ শেষ হয়ে গেলেও অজিদের বিরুদ্ধে ভারতের এই জয় যেন বর্ণনা করা যাবে না। ভারতীয় ব্যাটাররা মাঠে নামার আগে ক্রিকেটের অনেক বড় ভক্তরাও হয়তো ভেবেছিলেন বিশাল রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়া সহজেই ম্যাচ জিতে নেবে। কিন্তু ইতিহাস বলেছে, ভারতীয় মেয়েরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই ছাড়ে না। সেই দৃশ্যই দেখা গেল আবার।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরুতেই ক্রান্তি গৌড়ের বলে মাত্র ৫ রানে আউট হন অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। কিন্তু এরপর ফোবি লিচফিল্ড এবং অভিজ্ঞ এলিসি পেরি মিলে ভারতীয় বোলারদের উপর ঝড় তোলেন। দুই ব্যাটার মিলে ১৫৫ রানের জুটি গড়ে দলকে শক্ত ভিত দেন। লিচফিল্ড ৯৩ বলে ১১৯ রানের ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ১৭টি চার ও ৩টি ছয়। পেরি যোগ করেন মূল্যবান ৭৪ রান। শেষের দিকে গার্ডনারের দ্রুত ৬৩ রানে অজিরা পৌঁছে যায় ৩৩৮ রানে। ভারতের হয়ে শ্রী চরণী পান ২টি উইকেট, ক্রান্তি গৌড়, রাধা যাদব, আমনজ্যোত কৌর প্রত্যেকে একটি করে উইকেট ভাগ করে নেন। শেষ ওভারে দীপ্তি শর্মা দু'টি উইকেট তুলে নেন।

৩৩৯ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত শুরুতেই বিপাকে পড়ে। ওপেনার শেফালি ভার্মা মাত্র ১০ রানে আউট হন। এই সময়ে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর ও জেমাইমা রডরিগেজ গড়ে তোলেন গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ। হরমনপ্রীতের দায়িত্বশীল ব্যাটিং দলকে স্থিতি দেয়। দীপ্তি শর্মা ১৭ বলে ২৪ রান করে রান আউট হলেও দলের গতিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি। অন্য প্রান্তে জেমাইমা রডরিগেজ খেলে যান অনবদ্য ইনিংস। ৮২ রানে একটি ক্যাচ থেকে বেঁচে যান তিনি, কিন্তু এরপর আর কোনও ভুল করেননি। রিচা ঘোষ (২৬) ও পরে আমনজ্যোত কৌরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। অপরাজিত ১২৭ রানে (১৪টি চার) শেষ করেন ইনিংস। ভারতের মেয়েরা ৩৪০ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় এবং ফাইনালের টিকিট পেয়ে যায়।

ট্র্যাজেডির দায় কার? প্রশ্ন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া ঘোষণা হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই আতঙ্কে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এই একাধিক দুঃখজনক ঘটনার জন্য বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে

একজন বৈধ নাগরিককেও বহিরাগত তকমা পরতে দেওয়া হবে না। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়ব, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এবং বিজেপি ও তাদের মিত্রদের কুটিল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য।

— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপির ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির করুণ ফল সকলে প্রত্যক্ষ করছে। ভোটার তালিকায় সংশোধনের এই প্রক্রিয়াটি বিজেপির ইচ্ছায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই একের পর এক এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৭ অক্টোবর খড়দহের পানিহাটির বাসিন্দা ৫৭ বছর বয়সী প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে রেখে যাওয়া চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী।' তার পরের দিন, ২৮ অক্টোবর কোচবিহারের দিনহাটায় ৬৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, হয়রানির আশঙ্কায় ভীত হয়ে। আর বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কোটওয়ালির বাসিন্দা, ৯৫ বছর বয়সী ক্ষিতীশ মজুমদার, যিনি ইলামবাজারে মেয়ের সঙ্গে থাকতেন, নিজের জীবন শেষ করেন, জমি হারানোর আতঙ্কে।

এই ঘটনাগুলিকে 'রাজনৈতিক ভাবে সৃষ্ট মানসিক ভয় ও আতঙ্কের ফল' বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'এই ট্র্যাজেডিগুলোর দায় কে নেবে? গৃহমন্ত্রী কি দায় স্বীকার করবেন? বিজেপি ও তাদের মিত্ররা কি সাহস দেখাবে এই আতঙ্কের জন্য নিজেদের দায় মেনে নিতে?' তিনি আরও বলেন, '৯৫ বছরের এক বৃদ্ধ, যিনি এই মাটির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে মরতে হচ্ছে। এ শুধু ট্র্যাজেডি নয়; মানবতার প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'বহু প্রজন্ম ধরে বাংলার মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে এসেছে। আজ তাঁদের নিজের জন্মভূমির অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। এই নিষ্ঠুরতা কোনও ভাবেই সহ্য করা যায় না।' রাজ্যের মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না, কেউ বিশ্বাস হারাবেন না, কেউ চরমপন্থা অবলম্বন করবেন না। মা-মাটি-মানুষ সরকার আপনাদের পাশে আছে। বাংলায় কোনও ভাবেই এনআরসি প্রয়োগ হতে দেওয়া হবে না, না সামনের দরজা দিয়ে, না পিছনের দরজা দিয়ে।' তাঁর ঘোষণা, 'একজন বৈধ নাগরিককেও 'বহিরাগত' তকমা পরতে দেওয়া হবে না। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়ব, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এবং বিজেপি ও তাদের মিত্রদের কুটিল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য।'

'সাজানো নাটক', কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে এনআরসি আতঙ্কে মানুষের মৃত্যু নিয়ে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন, সেখানেই বৃহস্পতিবার পালটা তোপ দেগে সোজাসুজি 'সাজানো নাটক' বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই ঘটনা পুরো সাজানো, সকলেই জানে। এখন থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেউ গাছ থেকে পড়ে মরলেও, বাজ পড়ে গেলেও বলবে এনআরসি আতঙ্কে মৃত্যু!

—শুভেন্দু অধিকারী

খড়্গহস্ত শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এই ঘটনা পুরো সাজানো, সকলেই জানে। এখন থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেউ গাছ থেকে পড়ে মরলেও, বাজ পড়ে গেলেও বলবে এনআরসি আতঙ্কে মৃত্যু! বারোটি রাজ্যে এসআইআর চলছে, কোথাও কারও চুলকাচ্ছে না, শুধু পিসি আর ভাইপোর চুলকাচ্ছে!' তিনি আরও স্মরণ করান, '২০০২ সালের এসআইআরে ২৬ লক্ষ লোকের নাম বাদ গিয়েছিল। তখন ভাইপোর জন্ম হয়েছিল কিনা জানি না। এখন সে বড় হয়ে জ্ঞান বিলোচ্ছে!'

এরপরই শুভেন্দু তৃণমূলের তীব্র সমালোচনায় বলেন, 'ভুয়ো, মৃত আর বাংলাদেশের ভোটাররা ভারতের ভোটার তালিকায় থাকবে কেন? ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট, একটাও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার তালিকায় রাখা চলবে না। কান খুলে শুনে রাখুন, যতই ঘেউ ঘেউ করুক, বিহারের মতো এখানেও হবে।'

পানিহাটি-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সাহস থাকলে ওই চিঠি হাইকোর্টের নজরদারিতে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক দপ্তরে পাঠাক রাজ্য সরকার। সব সত্যি বেরিয়ে আসবে। রাজ্যের ফরেনসিক যে রিপোর্ট দেবে, তা পিসির বানানো গল্প ছাড়া কিছু নয়।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, 'পড়াশোনা না-করলে, অশিক্ষিত হলে এই সবই বলবে। আমরা ২০১১ সালে মাঠে নেমে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলাম। আর ও? ২০০০ পুলিশ নিয়ে হাত নাড়িয়ে বেড়ায়! কোনোদিন লড়াই করেনি। কার্বাইড দিয়ে পাকালে যেমন ফল পচে যায়, ওর অবস্থাও তেমনই হবে।'

রাজনৈতিক মহলে শুভেন্দুর এই বক্তব্যে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী 'ভয়ের রাজনীতি'র অভিযোগ তুলছেন, অন্যদিকে বিরোধী শিবির দাবি করছে, সবই সাজানো চিত্রনাট্য, প্রশাসনের হাতে লেখা।'

আত্মহত্যায় এফআইআর, সুইসাইড নোটে প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন প্রদীপ কর। এমনটাই দাবি করছে তাঁর পরিবার। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। তাতে উল্লেখ, তাঁর মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী। যদিও বৃহস্পতিবার যে সুইসাইড নোট প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একপাতা জুড়ে এলোমেলো লেখা। স্বভাবতই, এই সুইসাইড নোট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির।

অন্য দিকে, এনআরসি আতঙ্কে প্রদীপবাবুর মৃত্যু হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে তাঁর পরিবারের তরফে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতের ভগ্নিপতি উত্তম হাজরা অবশ্য বলেছেন, তাঁর শ্যালকের ডান হাতের চারটে আঙুল ছিল না। ১৯৮০ সালের আগে কর্মরত অবস্থায় মেশিনে শ্যালকের ডান হাতের চারটে আঙুল কাটা যায়। উত্তমবাবুর দাবি, প্রদীপবাবু নাকি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আঙুল কাটার পর নাকি শ্যালককে কোনওদিন তিনি লিখতেও দেখেন নি। উত্তমবাবু আরও জানান, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় শ্যালকের নাম ছিল। এমনকী, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তাঁর শ্যালক মহাজাতি স্কুলে ভোটও দিয়েছেন।

ভার্চুয়ালে বিএলএ-বৈঠক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংস্কার কর্মসূচি (এসআইআর) নিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি গুছাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সরাসরি নেতৃত্বের তদারকি শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি ব্লকে নিযুক্ত ব্লক লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) নিয়ে শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটায় ভার্চুয়াল বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার থেকেই বুথভিত্তিক সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং সংগঠনের পদাধিকারীরাও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছেন। বৈঠকে ভোটার যাচাই এবং তথ্যের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেবেন অভিষেক। দলীয় বক্তব্য, ভোটার তালিকায় যেন কোনও অনিয়ম না-ঘটে, তা নিশ্চিতে সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। দলের এক শীর্ষকর্তা জানান, প্রাক্তন বুথ এজেন্ট ও অভিজ্ঞ কর্মীদের মধ্যে থেকেই অধিকাংশ বিএলএ নির্বাচিত হয়েছে। প্রতি বুথে অন্তত দু'জন দক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে, যারা স্থানীয় স্তরে ভোটার তালিকা যাচাই ও প্রমাণপত্র পর্যবেক্ষণে ভূমিকা নেবেন।

কমিশনের হুঁশিয়ারিতে কাজে যোগ 'অনিচ্ছুক' বিএলওদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের কড়া হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কাজে যোগ দিলেন ১৪৩ জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। গত প্রায় সাত মাস ধরে রাজ্যে বিএলও নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলছিল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্বভার গ্রহণে অনীহা দেখিয়েছিলেন নিয়োগপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা। ফলে একাধিকবার ব্যাহত হচ্ছিল প্রস্তুতি। বিগত প্রায় সাত মাস ধরে নির্বাচন কমিশন বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের কাজ শুরু কিন্তু বারবার বার্তা দেওয়ার পরেও ওই আধিকারিকরা কাজে যোগ দেননি, এমনকী প্রশিক্ষণেও অংশ নেননি বলে অভিযোগ। তার পরেই তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয় কমিশনের তরফে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত তাদের কাজে যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়। এর পরেই ওই আধিকারিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জেলাশাসকদের তরফে কমিশনের কাছে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অবিলম্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বুথ লেভেল অফিসারের কাজে যোগ দিতে হবে। কিন্তু তাতেও অনেকে সাড়া না দেওয়ায় বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নির্দেশ দেন; বৃহস্পতিবারের মধ্যে যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও সাসপেনশন প্রক্রিয়া শুরু করতে। এই নির্দেশ জারির পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিয়ে যে অভিযোগ ও মন্তব্য করা হয়েছে; বিশেষ করে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রসঙ্গেও নির্বাচন কমিশনকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'যে কোনও অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।' তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন, 'আসন্ন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

বাগানের ডু অর ডাই, ফুরফুরে মেজাজে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপার কাপের গ্রুপ লিগের ডার্বি ম্যাচ মোহনবাগানের কাছে ডু অর ডাই। পাঁচ দিন আগে সুপার কাপ শুরুর ঠিক আগে খোশমেজাজে ছিল মোহনবাগান। ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্রই যেন সবকিছু উলটপালট করে দিল বাগান শিবিরে। সুপার কাপের নকআউট পর্যায়ে খেলতে হলে মোহনবাগানকে ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতেই হবে। ম্যাচ ড্র করলে অবশ্য সমস্যা নেই ইস্টবেঙ্গলের। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য জেতার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাগান হেড কোচ জোসে মোলিনা।

ডার্বির আগে অতিরিক্ত চাপ নিতে নারাজ মোলিনা। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক সমর্থক আশা করে আমরা ডার্বি জিতব, আমরা আগেও তাদের আশা পূরণ করেছি, এবারও আমাদের চেষ্টা থাকবে তাদের আশাপূরণ করার। আমরা মোহনবাগানে আছি, মোহনবাগান সমর্থকরা জয়ের জন্য ভাববে সেটাই স্বাভাবিক, তাই এই ডার্বি জিততেই হবে, এটা অতিরিক্ত চাপের নয় আমাদের কাছে।'

মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল আগের বছরের তুলনায়* অনেক বেশি কম্পিটিটিভ

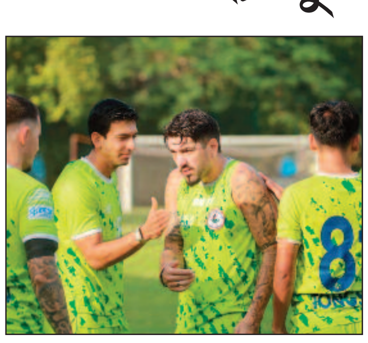

ফুটবল খেলছে। তাই যত বেশি ডার্বি হবে, তত ভালো আমাদের জন্য। সমর্থকরা সব সময় চান ডার্বি জিতুক দল। আমার কাছে এই ম্যাচ সুপার কাপের ফাইনালের মতো। চেষ্টা করব সেটপিসকে গোলে রূপান্তর করার।'

অন্য দিকে, চেন্নাইয়িন এফসিকে চার গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে। ডার্বির আগে অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপ সেমিফাইনালে পৌঁছনোর জন্য চাই স্রেফ ড্র। আগের দিন হোটেলে জিম ও রিকভারি সেশনের পর বৃহস্পতিবার সকালে প্র্যাকটিস করল

লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে অনেক প্রাক্তনীরা মনে করছেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের চেন্নাইয়িনকে হারানো এমন বড় কোনও বিষয় নয়। এই সুপার কাপ শুরুর আগে অনেক বিতর্ক ঘিরে ধরেছিল ইস্টবেঙ্গলকে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে জয় যা অনেকটা মুছে দিয়েছে। অনুশীলন শুরুর আগে ফুটবলারদের বুঝিয়ে দিলেন, ডার্বির গুরুত্ব, কেন তাদের এই ম্যাচ জিততেই হবে।

অস্কার বলেন, 'সব সময় আমাদের মোহনবাগানের সঙ্গে আমাদের একই গ্রুপে ফেলা হয়। ১১টা ম্যাচের মধ্যে ৩টে ম্যাচ এদের বিরুদ্ধে খেলেছি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জিততে মাঠে নামব। আগের ম্যাচটা আমাদের পক্ষে যায়নি। পেনাল্টি শুটআউটে হেরেছিলাম। তবে আমরা এবার তৈরি। এই মাঠটা ভারতের বাকি মাঠগুলো নয়। মাঠটা ৬৬ মিটার চওড়া। হয়তো এফসি গোয়ার এএফসি ম্যাচের জন্য এমনটা করা হয়েছে। মাঠটা খুব শক্ত, বাম্বোলিমের মাঠটা তুলনামূলক ভাবে ভালো। তবে খেলার মাধ্যমেই আমরা জিততে চাইব।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'যদি আমরা ভাবি ড্র করব, তা হলে মোহনবাগানের যা শক্তি রয়েছে তাতে ওরা আমাদের হারিয়ে দিতে পারে। আমরা জেতার লক্ষ্য ও মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। ৭০-৮০ মিনিট হোক, আমাদের লড়ে যেতে হবে।' পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের সউল ক্রেস্পো বলেন, 'আমাদের কাছে এটা অন্য ম্যাচগুলোর*মতোই। আমরা ওদের মুখোমুখি হব এবং ম্যাচটা জিতব। আমরা তৈরি ডার্বির জন্য। এই ম্যাচ খেলার জন্য আমরা আত্মবিশ্বাসী। আমরা জেতার জন্য ভাবছি ড্রয়ের জন্য ভাবছি না।'

২০ দিনে দুর্গাপুর গণধর্ষণের চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে মেডিক্যাল পড়ুয়াকে গণধর্ষণের মামলায় ২০ দিন পর চার্জশিট জমা পড়ল আদালতে। নির্যাতিতার সহপাঠীর (ওয়াসেফ আলির) বিরুদ্ধে শুধু ধর্ষণের মামলা।

অপু বাউরি, শেখ নাসিরউদ্দিন ও শেখ ফিরদৌসের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, তোলাবাজি ও ডাকাতির মামলা। শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা। দু'মাসের মধ্যে ট্রায়াল শেষ হয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। খুব দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হবে বলে আশাবাদী স্পেশ্যাল পিপি বিভাস চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রী গত ১০ অক্টোবর রাত ৮টা নাগাদ সহপাঠী এক ছাত্রের সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়ে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ওই ছাত্রী নির্যাতনের শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় নির্যাতিতার ওই সহপাঠী এবং কলেজ লাগোয়া গ্রামের পাঁচ যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালত সূত্রের খবর, ধৃত সহপাঠীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, অন্য তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ এবং বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে।

কলকাতায় ইডির হানায় উদ্ধার ৩ কোটি টাকার নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের বড়সড় অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২৮ ও ২৯ অক্টোবর কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় মোট সাতটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডির কলকাতা জোনাল অফিস। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজনদের সহযোগীদের অফিস ও আবাসনেই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির তালিকায় ছিল রেডিয়েন্ট এন্টারপ্রাইস প্রাইভেট. লিমিটেড, গারদীয়া সিকিউরিটিস লিমিটেড, জিৎ কনস্ট্রাকশন এন্ড কন্সালটেন্টস-এর মতো সংস্থার অফিস এবং তাদের কর্তা বা পরিচালকদের বাড়ি।

অভিযানের সময় বিপুল পরিমাণ অপরাধসংক্রান্ত নথি, সম্পত্তির দলিল, ডিজিটাল ডিভাইস এবং প্রায় ৩ কোটি টাকার নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিগুলি পুরসভা নিয়োগ কেলেঙ্কারির আর্থিক লেনদেন ও যোগসাজশের প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Subimal Man ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sufal Chandra Man, Suful Chandra Man ও Sufal C Man সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৩৫ নং এফিডেভিট বলে Manas Bandyopadhyay S/o. Sasanka Sekher Bandyopadhyay ও Manas Banerjee S/o. Sasanka Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Rekha Devi Shaw, W/o - Sri Sunil Kumar Shaw, residing at 16A, Balai Singhi Lane, Kolkata-700009 do solemnly affirm that my name has been recorded as Rekha Devi in my son's birth certificate and my Voter's Identity Card. My Correct Name is Rekha Devi Shaw vide affidavit sworn before The Chief Judicial Magistrate at Bankshall Court on 14/10/2025. Rekha Devi Shaw and Rekha Shaw is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **DHIRENDRA JAISWAL** S/O Mukhtar Jaiswal residing at House No. 1889, Gali No. 40, Near B.P. School, Sanjay Colony, Sector 23, Faridabad, Sector-22, Dist- Faridabad, Haryana do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore dated 30.10.2025 that my correct name is DHIRENDRA JAISWAL and it is recorded in my Aadhar card and other official documents but in my daughter PIHU JAISWAL who was born on 6/8/2012 and her birth certificate vide registration no. WB_BR_2013/20022/1/96, registered on 28/9/2012issued by Kanchrapara Municipality, my name's spelling has been recorded as DHIRENDER JAISWAL inadvertently. DHIRENDRA JAISWAL and DHIRENDER JAISWAL is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি সেক আশাদুল রহমান, পিতা- সেক রফিক আলি, গ্রাম- বাহারগ্রাম, পো + থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। আমার কন্যা আফরিন খাতুন-এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং ১৪৯১/১৫, জন্ম তাং- ০৭/০৪/২০১৫) আমার নাম সেক আশাদুল নথিভুক্ত হয়েছিল। গত ১৫/০৯/২০২৫ তারিখে তমলুক কোর্টের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং- ১২৬৮০) বলে সেক আশাদুল রহমান হলাম। সেক আশাদুল ও সেক আশাদুল রহমান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত বাঁধগোড়া নিবাসী রেনুকা মণ্ডল, অপর্ণা রায়, অঞ্জনা মণ্ডল, বিজলী মণ্ডল, সোমনাথ মণ্ডল, সুকন্যা ঘোষ, অনির্বান মণ্ডল, প্রতিমা দেব জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১০০ নং জে.এল. ভুক্ত বাঁধগোড়া মৌজাস্থিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত কবিতা মণ্ডল স্বামী অমল মণ্ডল ও আরতী মণ্ডল স্বামী শিব কিঙ্কর মণ্ডল সাকিম- বাঁধগোড়া, পোঃ ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০০৬ সালের ৪ নং বহির ৭২ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে কবিতা মণ্ডল ও আরতী মণ্ডল আমমোক্তারকৃত বাঁধগোড়া মৌজার সম্পত্তি বীরভূম জেলার অন্তর্গত সেখেরপাড়া, বাসাপাড়া নিবাসী কাজী মহাম্মদ মনিরউদ্দিন পিতা কাজী আব্দুল আজীম ও শাহানাজ বেগম স্বামী কাজী মহাম্মদ মনিরউদ্দিন-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০০৭ সালের ৮৭৯ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।
(Raghunath Dutta)Advocate,Bolpur Court.

হারানো প্রাপ্তি

নোটিশ দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখে সম্পাদিত মূল বিক্রয় দলিলটি, যা বিক্রেতা শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ এবং ক্রেতা মেসার্স আর্মেন প্রপার্টিজ প্রা. লি. -এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, Premises No. 2A, Motilal Basak Lane, Kankurgachi, Kolkata - 700054, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সম্পত্তি সংক্রান্ত, এবং যা Registrar of Assurances, Calcutta অফিসে নিবন্ধিত হয়েছে, Book No. I, Volume No. 583, Pages 28 to 38, No. 18201, Year 1990 হিসেবে লিপিবদ্ধ- সেই মূল দলিলটি ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে Mr. Ritik Shah - এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে ২৮শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে Phoolbagan Police Station, Kolkata -তে GD Entry No. 2441 হিসেবে সাধারণ ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ উক্ত মূল দলিলটি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করুন।

Sd/- **Ritik Shah**
2A Motilal Basak Lane,
Shubham Residency, Kolkata - 700054
Mobile: 7003824781

এই আইনি নোটিশাদি শ্রী জয়দ্বীপ রায়, পিতা স্বর্গীয় জয়ন্ত কুমার রায়-এর পক্ষে যিনি ১৭৪/১/৩, এন. এস. সি. বোস রোড, থানা- নেতাজী নগর, কোলকাতা- ৭০০০৪০ এর একটি দোকান ঘর শ্রী কৌস্তভ রায় - এর কাছ থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদি কারো উক্ত সম্পত্তিতে কোনো দাবি থাকে, তবে নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ব্যর্থ হলে, আমার মক্কেল কোনো দাবি বজায় রাখবেন না।
Chandan Kumar Saha (Advocate)
মোবাইল- ৭০০৩২০৩৬৭৮

আমমোক্তারনামা

(ক) বিকাশ চন্দ্র কোলে ও (খ) পলাশ কোলে, উভয়ের পিতা- মোহন চন্দ্র কোলে, সাং ও পোঃ- বোড়াই, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী উক্ত (ক) নং বিক্রেতার পক্ষে বিগত ইংরাজী ২১.০৩.২০২৪ তারিখে সিঙ্গুর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৪০৬ নং আমমোক্তারনামা পত্র বলে ও উক্ত (খ) নং বিক্রেতার পক্ষে গত ইংরাজী ১৫.০৪.২০২৪ তারিখে সিঙ্গুর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭০৭ নং আমমোক্তারনামা পত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার কে. সি. ডেভলপার এন্ড কনস্ট্রাকশান, সাং ও পোঃ- বোড়াই, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৩০৬, উক্ত কোম্পানীর পক্ষে পার্টনারদ্বয় (ক) রঞ্জন চৌধুরী, পিতা-কালীচরণ চৌধুরী, সাং-১১৩/এ, জি.টি. রোড, কোতরং, পোঃ- হিন্দমোটর, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী (খ) রিয়া কোলে, পিতা- সঞ্জয় কোলে, সাং-কাপাসহাঁড়িয়া, পোঃ- বড়া, থানা- চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-বোড়াই, ৮৬নং জে.এল. ভুক্ত ১৪১৭ নং খতিয়ানভুক্ত (১) আর.এস. ও এল.আর. দাগ ২৪৬৭ নং দাগে ষোলো আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ১.৯৩ শতক শালি জমি ও (২) আর.এস. ও এল.আর. দাগ ২৪৬৮ নং দাগে ষোলো আনায় ৩৩ শতকের মধ্যে ২.০৬৫ শতক শালি জমি উক্ত দলিল দুটিতে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতাছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতাছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে, তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে রঞ্জন চৌধুরী, পিতা-কালীচরণ চৌধুরী, সাং-১১৩/এ, জি.টি. রোড, কোতরং, পোঃ- হিন্দমোটর, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হইবে।

ঃঃ বিজ্ঞপ্তি ঃঃ
মাননীয় প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) হাওড়া
টাইটেল সুট নং - ৩৭১/২৪
শ্রী লালন কুমার রায়
......বাদি
বনাম
শ্রী দীনেশ ঝুনঝুনওয়ালা ও অন্যান্য
.......বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে শ্রী লালন কুমার রায়, পিতা স্বর্গীয় রাজনাথ রায়, নিবাস- ৮৫/২, গিরিশ ঘোষ রোড, পোঃ-বেলুড়মঠ, থানা- বেলুড়, জেলা- হাওড়া-৭১১২০২, আপনারা শ্রী প্রদীপ ঝুনঝুনওয়ালা ও শ্রী দীনেশ ঝুনঝুনওয়ালা উভয়ের পিতা স্বর্গীয় ব্রহ্মদত্ত ঝুনঝুনওয়ালা উভয়ের নিবাস ১৯৫, গিরিশ ঘোষ রোড, পোঃ-বেলুড়মঠ, থানা-বেলুড়, জেলা-হাওড়া-৭১১২০২ এর বিরুদ্ধে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তাহা অদ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া জবাব পেশ করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

অনুমত্যানুসারে,
সুদেব হাজরা, সেরেস্তাদার

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে অক্টোবর, ১৩ ই কার্তিক। শুক্র বার। নবমী তিথি , অষ্টোত্তরী রাহু ও , বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী র প্রয়াণ দিবস।
বিবাহ । অব্যূড়ান্ন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। দেবতা গঠন। সাধভক্ষন)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মান্থার দাপটে মাথায় হাত চাষিদের, মাঠেই নষ্ট বিঘের পর বিঘে ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মান্থা বাংলায় হয়তো তার ক্ষমতা জাহির করতে পারেনি তবে সরাসরি আঘাত না হানলেও ভালোই ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে গ্রাম বাংলার। বিঘের পর বিঘে জমিতে মাঠেই শুয়ে পড়েছে পাকা ধান। মাথায় হাত কৃষকদের। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ঘূর্ণিঝড় 'মান্থা' শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালেই। আগামী কয়েক দিনে তা উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আরও শক্তিক্ষয় করবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। উত্তরবঙ্গেও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

ঘূর্ণিঝড় 'মান্থা'-র অবশিষ্ট অংশ সুস্পষ্ট নিম্নচাপ হিসেবে দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং

সংলগ্ন ওড়িশা ও তেলঙ্গানা এলাকায় অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই আরও দুর্বল হয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়। এই নিম্নচাপ এলাকা বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে বিস্তৃত হতে পারে।

মান্থার প্রভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বৃষ্টির মাত্রা ২০০ মিলিমিটারের গণ্ডিও পার করে যেতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুরেও। এদিনও রাতের দিকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। বৃষ্টির সঙ্গে সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। পার্বত্য এলাকাগুলিতে ধসের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এমনকী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে দৃশ্যমানতাও অনেকটাই কমে যেতে পারে। ফলে পর্যটকদের জন্য থাকছে সতর্কবার্তা।

অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে যে বৃষ্টির খেলা শেষ হয়ে গেল এমনটা নয়। এদিনও পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। শুক্রবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। তবে এবার ধীরে ধীরে উপকূলবর্তী এলাকাগুলি আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টির পরিমাণ ৭.৭ মিলিমিটার।

নিউ ব্যারাকপুর দক্ষিণ কোদালিয়ার বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ঠাকুর শ্রী শ্রী সমীর ব্রহ্মচারীর নিজের হাতে গড়া প্রতিমায় পুজো হয় এখানে। বৃহস্পতিবার নবমীর সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুর সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী ছাড়াও প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী সনজিৎ মণ্ডল। নবমীতেই সপ্তমী এবং অষ্টমীর পুজো হয়। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে ভোগ প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন প্রকারের মাছ দিয়ে হয় মায়ের পুজো।

তারাতলা ইয়ুথ কর্নারের জগদ্ধাত্রী পুজো। অশোক চক্রবর্তীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই পুজো। এবার ৫৫ তম বর্ষে পদার্পন করল এই পুজো।

বয়স্ক, অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক করার উদ্যোগে এবার বয়স্ক, অসুস্থ, বিশেষভাবে সক্ষম ও আর্থিকভাবে দুর্বল ভোটারদের জন্য একগুচ্ছ বিশেষ ব্যবস্থা ঘোষণা করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, কোনও ভোটার যেন পিছিয়ে না থাকে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৮০ বছরের বেশি বয়সি ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের চাইলে বাড়িতেই ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে। এর জন্য আলাদা ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় নির্বাচন আধিকারিকের কাছে জানাতে হবে। প্রয়োজনীয় ভোটিং দল তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ করবে।

এছাড়াও, প্রতিটি বুথে র‍্যাম্প, হুইলচেয়ার, পানীয় জল ও বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের পাশে থাকতে হবে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক। প্রত্যেক বুথেই থাকবে ব্রেইল ব্যালট পেপার, যাতে দৃষ্টিহীন ভোটারদেরও ভোট দিতে অসুবিধা না হয়।

কমিশনের নির্দেশ, হয়রানি বা মানসিক চাপের কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রবীণ নাগরিক, নারী ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের লাইনে না দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, ভোট শুধুমাত্র সংখ্যার খেলা নয়, এটি গণতন্ত্রে মানুষের মর্যাদার প্রতীক। তাই প্রত্যেক নাগরিককে সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশে ভোট দিতে দেওয়াই কমিশনের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, এই নির্দেশিকা দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একযোগে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকায় নাম গায়েব, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

'নীরব কারচুপি'র অভিযোগে সরব শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক উত্তাপ। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তাঁদের বহুজনের নাম রহস্যজনকভাবে উধাও। এই অমিলকে 'তথ্য কারচুপি' বলে অভিযোগ জানিয়ে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপি পেশ করেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পুরনো ও বর্তমান তালিকার তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর ফারাক। কোথাও শতাধিক নাম নেই, কোথাও পুরো তালিকার অর্ধেকই মুছে দেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে এভাবে তথ্য পরিবর্তন করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তিনি এই প্রবণতাকে আখ্যা দেন 'নীরব ও অদৃশ্য কারচুপি' বা সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিং।

তাঁর উদাহরণ, কোচবিহারের নাটাবাড়ি কেন্দ্রের ২ নম্বর বুথে ২০০২ সালে ভোটার ছিলেন ৭১৭ জন, এখন সেই সংখ্যায় নেমে এসেছে মাত্র ১৪০। মাথাভাঙার ৬০ নম্বর বুথেও আগের ৮৪৬ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নাম গায়েব।

অর্থ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে বাংলায় ভয়ের আবহ তৈরি করছে, যাতে আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া যায়।

তৃণমূল নেতাদের মতে, ২০২১-এর বিধানসভা ও ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে হতাশাজনক ফলের পর বিজেপি এবার ভোটার তালিকাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, অসম বা ত্রিপুরায় তো এই প্রক্রিয়া নেই, তবে বাংলাতেই কেন এই বিশেষ অভিযান?

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন; এসআইআর প্রক্রিয়ার আড়ালে এনআরসি চাপানোর চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবারের এই অভিযোগপত্রে সেই আশঙ্কাকেই তৃণমূল আরও একবার জোরালো করে তুলল।

অভিষেকের অভিযোগের বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পড়াশোনা না করলে অশিক্ষিত হলে এইসবই বলবে।

অভিষেকের নির্দেশ, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত কাউন্সিলারকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রিয়নাথ সাউকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার, যখন নির্যাতিতা তরুণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বক্তব্য, ২০১৫ সালে ভোটার কার্ডের কাজ করতে গিয়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিযোগকারিণীর দাবি, বিবাহিত ও এক সন্তানের পিতা হয়েও প্রিয়নাথ নিজের বৈবাহিক পরিচয় গোপন রেখে তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রতারণা করে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এরপর দীর্ঘদিনের সহবাসে তিনি গর্ভবতী হন এবং ২০২০ সালে সন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, পরে তরুণীর পরিবার প্রিয়নাথের সঙ্গে বিয়ের কথা তুললে, তিনি নিজের বিবাহিত পরিচয় স্বীকার করে বিয়েতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তী সময়ে মেয়েটির অন্যত্র বিবাহ হলেও, প্রিয়নাথ আবারও তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের নেতৃত্ব দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ও রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে দলের কোনও আপস নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, দল থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি প্রিয়নাথ সাউয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট করেছে, অপরাধ বা অনৈতিক আচরণের সঙ্গে কোনও তৃণমূল নেতা যুক্ত থাকলে দল তার দায় নেবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্দেশ দলীয় মহলে নতুন বার্তা দিয়েছে; তৃণমূল এখন অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'এক বিন্দু সহনশীলতাও নয়' নীতিতে অটল।

কলকাতার প্রসিদ্ধ দাঁ বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো।

কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নে মোট ৪৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মুম্বইয়ে চলতি 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫' সম্মেলনের মঞ্চে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ গঙ্গার তীরের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি বন্দরের জমি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে দুটি নামী রিয়েল এস্টেট সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্য কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাটে তৈরি হবে এক বড় মাপের আধুনিক বাণিজ্যিক প্রকল্প। অপর প্রকল্পটি হবে খিদিরপুর বন্দর সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে ইতিমধ্যেই গঙ্গার ধারে সৌন্দর্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ চালু রয়েছে। ওই রেস্তোরাঁর পাশেই নতুন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। মেরিটাইম সম্মেলনে হলদিয়া বন্দরে রাসায়নিক সামগ্রী মজুত রাখার জন্য আধুনিক পরিকাঠামো তৈরিতে একটি বেসরকারি সংস্থা যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, কলকাতা বন্দরে সিমেন্ট পরিবহণের জন্য নতুন টার্মিনাল গড়ে তোলার কাজেও এক সংস্থা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

হাওড়ার দিকে গঙ্গার ধারে 'লন্ডন হুইল'-এর আদলে একটি বিনোদনমূলক স্থাপনা তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমণ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য বাণিজ্য প্রসার এবং কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের পরিকাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধি করা। এতে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি আরও বাড়বে।

আজ ফলপ্রকাশ

আজ শুক্রবার ফল প্রকাশ হবে উচ্চ মাধ্যমিকের। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবারই তার প্রথম পর্বের ফলপ্রকাশ হবে। বেলা সাড়ে বারোটায় প্রথমে প্রেস কনফারেন্স করা হবে। তারপর বেলা দু'টো থেকে ওয়েবসাইটে দেখা যাবে ফল। ৩৯ দিনের মাথায় বেরোচ্ছে প্রথম পর্বের এই ফল। অ্যাপে এবং ওয়েবসাইটে মিলবে এই ফল। প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল উচ্চ-মাধ্যমিক। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল পরীক্ষা। পুরো দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম ক্লাস টুয়েলভে এই সেমেস্টার সিস্টেম চালু হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ সূত্রে খবর, এই বছর ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৪৩ পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট ছিল। তার মধ্যে ৯৮.৪২ শতাংশ পরীক্ষায় বসেছেন। পর্ষদের দাবি, পরীক্ষা দেয়নি ১.৫৮ শতাংশ ছাত্র। ২০১৪ সাল থেকে এই প্রথম এত কম। আর সেমেস্টার পদ্ধতির কারণেই এমন ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছিল পর্ষদ। পাশাপাশি পর্ষদ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, এইবার পরীক্ষা হয়েছে ওএমআর শিটে। ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৪৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। শুক্রবার দুপুর ১২ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফল করবেন উচ্চ-মাধ্যমিক সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। **https-//result.wb.gov.in** ওয়েবসাইটে ঢুকলেই নিজেদের ফল জানা যাবে।

পার্ক সার্কাসে দুর্ঘটনা

বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা পার্ক সার্কাসে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা মেরে উলটে গেল ডাম্পার। এই ধাক্কার অভিঘাতে ল্যাম্প পোস্ট মাটি থেকে উপড়ে ঢুকে যায় পাশেই থাকা একটি ক্যাবের ভিতরে। তবে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। এই ঘটনায় পার্ক সার্কাসের মতো শহরের ব্যস্ততম জায়গায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে পার্ক সাকার্সের চার নম্বর ব্রিজে সায়েন্স সিটি যাওয়ার পথে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ধাক্কার অভিঘাতে ল্যাম্প পোস্টটি মাটি থেকে উপড়ে রাস্তায় থাকা একটি ক্যাবের উপর গিয়ে পড়ে। গাড়ির কাচ ভেঙে ল্যাম্প পোস্টের একাংশ গাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। গাড়িটিতে এক যুবক একাই ছিলেন। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। তাঁর কোনও চোট লাগেনি বলেই জানা গিয়েছে। পার্ক সাকার্সের চার নম্বর ব্রিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সকালে ডাম্পার উলটে যাওয়ায় যানজট তৈরি হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন পুলিশ আধিকারিকরা। ডাম্পারটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়। অন্যদিকে, শহরের দ্রুত ও ব্যস্ততম এলাকা হওয়ায় যান নিয়ন্ত্রণ শুরু করে পুলিশ।

বন্ধ টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে গেল টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল। বকেয়া পাওনা-গন্ডা আদায়ের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হন। শ্রমিকদের অভিযোগ, পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা মিলছে না। উল্টে কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাইও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, অবসর নেওয়ার পর বকেয়া পাওনা গন্ডা মিলছে না। তাদের ঠিকমতো কাজও মিলছে না। এদিন কর্মবিরতি পালনের ডাক দিয়ে টিটাগড় পুরসভায় পুরপ্রধানের কাছে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন শ্রমিকরা। বিজেপির টিটাগড় মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং বলেন, শুধু লুমটেক্স জুটমিল নয়, টিটাগড়ের কেলভিন, এম্পায়ার-সহ সমস্ত জুটমিলে শ্রমিক শোষণ চলছে। তাঁর অভিযোগ, শ্রমিকদের পিএফ জমা পড়ছে না। গ্রাচুইটির সুবিধা থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত। মজদুরদের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি করলেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। অপরদিকে পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, মিল চালু রেখে শ্রমিকদের সমস্যা মেটাতে বলেছি।

পাটুলিতে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্যান ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজো। ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আশুতোষ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করলেন আশুতোষ ঘোষ। সোমবার তিনি দেখা করেছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে। আর এদিন দীর্ঘ টালবাহানা পেরিয়ে অবশেষে শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিলেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পরই বার্তা দিলেন বিতর্ক থেকে দূরে থেকে আসল কাজে মন দেওয়ার। সঙ্গে এও জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলনলচেও বদলাবেন তিনি। পাশাপাশি এও জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হতে পারে না।

উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ উপাচার্যের দায়িত্ব নেওয়ার পরই তিনি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক শূন্যপদ রয়েছে। শিক্ষক, ক্লার্ক, অফিসার পদ দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেগুলিকে কীভাবে পূরণ করা যায় সেটা দেখতে হবে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পোস্টই যদি ফাঁকা পড়ে থাকে, তা হলে সেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উৎকর্ষ হবেই বা কী করে তা নিয়েও। আর এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, 'এই শূন্যপদ পূরণে যা যা করার দরকার সবটাই করব। এছাড়াও পড়ুয়াদের জন্য চাকরিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। প্লেসমেন্ট সেল খুলতে হবে।'

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একাংশের মত, সাম্প্রতিক বছরে পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান। সে এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং হোক বা ছাত্রভর্তি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোথায় যেন পিছিয়ে পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ সদ্য নিযুক্ত উপাচার্যও। তবে এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'এই সমস্যাগুলির তড়িঘড়ি সমাধান দরকার। না হলেও আরও বড় বিপদ এগিয়ে আসবে বলেই মনে হয়। বেসিক সায়েন্সেও পড়ুয়া ভর্তি কমেছে। চাকরি না পাওয়ার আতঙ্কে তৈরি হয়েছে অনীহা।' আশুতোষবাবুর মতে, এই অনীহাই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলত তার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় র‍্যাঙ্কিংয়েও। অবশ্য শুধুই অনীহা নয়, এর পাশাপাশি তুলে ধরেন আর্থিক সমস্যার কথাও। এই প্রসঙ্গে নব নিযুক্ত উপাচার্য জানান, 'আমাদের গবেষণার জন্য বরাদ্দ অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফান্ডিং যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শূন্যতা পূরণে আমরা যাদবপুরের মতো কৌশল গ্রহণ করব বলেই ভাবছি। ওরা প্রাক্তনীদের থেকে অনেকটা ফান্ডিং পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনওই সেটা হয়নি। তবে দেখা যেতে পারে। আপাতত গোটাটাই আলোচনা সাপেক্ষ।'

সাম্প্রতিক অতীতে, বিশেষ করে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তের সময়কালে বারংবার বিতর্কে জড়িয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সদ্য নিযুক্ত উপাচার্যের মতে, 'বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হওয়া উচিত নয়।' শুধু তাই নয়, সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি হওয়া সংঘাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে কারওর সঙ্গে দ্বন্দ্ব হতে পারে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন, কী কারণে সেই দ্বন্দ্ব হচ্ছে এবং তা দ্রুত মিটিয়ে নেওয়াই দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় দ্বন্দ্ব তৈরির জায়গা নয়।'

এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যাকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত

অভিযোগে মমতা, পাল্টা 'মিথ্যাচারের' তির বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল রাজনীতি। একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনার পর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, বিজেপির ভয়, বিভাজন আর ঘৃণার রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যে পরপর আত্মহত্যার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তিনি জানান, ২৭ অক্টোবর খড়দার পানিহাটির ৫৭ বছরের প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি'। ২৮ অক্টোবর দিনহাটার ৬৩ বছরের এক ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আর বৃহস্পতিবার বীরভূমের ইলামবাজারে নিজের মেয়ের বাড়িতে বসবাসরত ৯৫ বছরের ক্ষীতীশ মজুমদার প্রাণ হারালেন, ভয় পেয়েছিলেন জমি হারানোর।

মমতা প্রশ্ন তোলেন, এই রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট মর্মান্তিক ঘটনাগুলির দায় কে নেবে? গৃহমন্ত্রী কি দায় স্বীকার করবেন? তাঁর বক্তব্যে আরও তীব্র সুর, যিনি সারাজীবন এই মাটিতে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁকে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের ভয়ে মরতে হল; এ দেশপ্রেম নয়, মানবতারই বিশ্বাসঘাতকতা।

তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানান, কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। নিজেদের বিশ্বাস হারাবেন না। আমাদের মা-মাটি-মানুষ সরকার আপনাদের পাশে আছে। এনআরসি বাংলায় চালু হতে দেব না; সামনের দরজা দিয়ে নয়, পেছনের দরজা দিয়েও নয়।

অন্যদিকে, বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে আক্রমণ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্লজ্জ মিথ্যাচার ফের সামনে এসেছে। তিনি ৫৭ বছরের প্রদীপ করের আত্মহত্যাকে এনআরসি-র সঙ্গে যুক্ত করে যেমন মিথ্যে বলেছিলেন, এবার ৯৫ বছরের ক্ষীতীশ মজুমদারের মৃত্যুকেও রাজনৈতিক অস্ত্র করছেন। মালব্যর বক্তব্য, একজন ৯৫ বছরের ব্যক্তি, যিনি ১৯৩০ সালে জন্মেছেন, তিনি কি করে নাগরিকত্ব নিয়ে ভয় পাবেন? এমনকী যদি তিনি দেশভাগের পর এ দেশে আসেনও, সিএএ অনুসারে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। তাহলে কেন আত্মহত্যা করবেন? তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ক্ষীতীশবাবু যে ইলামবাজারে থাকতেন, সেটা তৃণমূলের ঘাঁটি। সেখানে স্থানীয় নেতাদের হয়রানিই কি আত্মহত্যার কারণ নয়? না কি তৃণমূল কর্মীরা ইচ্ছে করেই তাঁকে নাগরিকত্বের আবেদন থেকে বিরত রেখেছিলেন?

অমিত মালব্যর তির্যক মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলো যুক্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে সহানুভূতি আদায়ের এই রাজনীতি বাংলার মানুষ আর বিশ্বাস করবে না।

তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আত্মহত্যাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং যে কোনও তৃণমূল দুষ্কৃতী আইনানুগ শাস্তি পাবে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাতের আঁচ এখন প্রশাসনিক স্তরেও ছড়াচ্ছে। একদিকে তৃণমূলের দাবি; এটি গোপন এনআরসি; অন্যদিকে বিজেপির দাবি; ভয় নয়, মমতার মিথ্যাচারই মূল সমস্যা। রাজ্য জুড়ে এই বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনীতি, আর সাধারণ মানুষ পড়ছেন বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের চক্রবন্দিতে।

সিইও'র ওয়েবসাইটে ভিড় ১ কোটিরও বেশি, ক্র্যাশের মুখে পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা ঘেঁটে দেখার হিড়িক। কমিশন সূত্রে খবর, গত কয়েক দিনে সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের সরকারি পোর্টালে প্রবেশ করেছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ। প্রত্যেকে নিজের বা পরিবারের সদস্যদের নাম খুঁজছেন ভোটার তালিকায় আছে কি না, বা কোনো তথ্য বাদ পড়েছে কি না তা যাচাই করতে। এই বিপুল পরিমাণ ট্রাফিক সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে পোর্টাল। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, এত মানুষের একসঙ্গে লগইন করার ফলে সার্ভারে প্রবল চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে মাঝে মাঝেই ওয়েবসাইট বিকল হয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা অন্তরই ব্যবহারকারীরা 'সাইট আনঅ্যাভেলেবল' বা 'সার্ভার এরর' বার্তা পাচ্ছেন।

চাপে পড়েছে সিইও দপ্তরও। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কমিশন জানিয়েছে, সার্ভার সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে আগামী দিনে নাগরিকরা নির্বিঘ্নে নিজেদের নাম যাচাই করতে পারেন। তবে আপাতত ওয়েবসাইটে প্রবল চাপ অব্যাহত, এবং প্রশাসনের আশঙ্কা; ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ভিড় আরও বাড়বে আগামী কয়েক দিনে।

বাঁশির শব্দে নয়, এবার গান বাজিয়ে বর্জ্য সংগ্রহে আসবে পুরসভার গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। বাঁশির একঘেয়ে সেই শব্দ আর নয়, এবার থেকে সুরের মাধুর্যে ঘুম ভাঙবে কলকাতার। কারণ, এবার থেকে গৃহস্থের বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের সময় পুরসভার গাড়িগুলি বাজাবে গান। সঙ্গে থাকবে শহর পরিষ্কার রাখার বার্তা।

পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি বাড়ি ময়লা তোলার জন্য ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত ছোট গাড়িগুলিতে সাউন্ড বক্স বসানো হবে। এই বক্সে চলবে নির্দিষ্ট গান, যা নাগরিকদের কাছে একদিকে আনন্দদায়ক হবে, অন্যদিকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বার্তা পৌঁছে দেবে।

পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে বাঁশির শব্দে বিরক্তি বাড়ছিল নাগরিকদের মধ্যে। তাই এবার শহরবাসীর সকাল শুরু করতে চাইছেন আরও সুরেলা উপায়ে। আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি ওয়ার্ডে এই প্রকল্প চালু করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তত একটি করে গান বাজানো গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গাড়িগুলি প্রতিদিন বা সপ্তাহে অন্তত তিন থেকে চার দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ময়লা সংগ্রহ করবে। ভবিষ্যতে সব গাড়িতেই পেনড্রাইভের মাধ্যমে গান চালানোর ব্যবস্থাও করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন পুরসভার আধিকারিকেরা। প্রাথমিকভাবে যেখানে ময়লা সংগ্রহ তুলনামূলক কম হয়, সেইসব ওয়ার্ডকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পুর কর্তৃপক্ষের আশা, এই উদ্যোগ নাগরিকদের উৎসাহিত করবে যাতে তাঁরা নিয়মিত পুরসভার গাড়িতে ময়লা জমা দেন। এর আগে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে গানের মাধ্যমে প্রচার করে সাফল্য পেয়েছিল পুরসভা। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এবার বর্জ্য সংগ্রহেও গানকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত।

নির্বাচনী প্রচারে এআই-নির্মিত কনটেন্টের অপব্যবহারে কড়া নির্দেশিকা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি বিভ্রান্তিকর বা পরিবর্তিত ছবি, অডিও ও ভিডিওর অপব্যবহার ঠেকাতে কঠোর নির্দেশিকা জারি করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য;ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা ও জবাবদিহিত বজায় রাখা এবং ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের প্রচার রোধ করা।

নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহৃত যে কোনও এআই-নির্মিত বা ডিজিটালভাবে পরিবর্তিত উপাদানে অবশ্যই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত' বা 'পরিবর্তিত উপাদান' লেখা থাকবে। দৃশ্যমান কনটেন্টে এই বার্তা পর্দার কমপক্ষে ১০ শতাংশ অংশ জুড়ে দেখাতে হবে এবং অডিও সামগ্রীতে শুরুর ১০ শতাংশ সময়ে তা উচ্চারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিটি কনটেন্টের নির্মাতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের বিবরণও প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। কোনও ব্যক্তির মুখ, কণ্ঠ বা পরিচয় বিকৃত বা বিভ্রান্তিকরভাবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও সরকারি বা রাজনৈতিক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই নিয়ম ভঙ্গকারী বা আপত্তিকর কনটেন্ট ধরা পড়লে তিন ঘণ্টার মধ্যে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান

নোটিস পেতে পারেন বহু নাগরিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার খুঁটিনাটি যাচাইয়ের উদ্দেশে শুরু এসআইআর নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি নাগরিক এই প্রক্রিয়ায় নোটিস পেতে পারেন, যা মোট ভোটারের প্রায় চল্লিশ শতাংশ।

গত মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের প্রত্যেক ব্লক ও বুথে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ। প্রতিটি বুথের দায়িত্বে থাকা বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটারের তথ্য যাচাই করছেন। ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ফর্ম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা। এর পরে ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা।

কাদের উদ্দেশে যাবে নোটিস—

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই; অথবা পরিবারের কারও নাম অনুপস্থিত;মূলত তাঁদের ক্ষেত্রেই কমিশন পাঠাবে নোটিস। রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা আনুমানিক ৭ কোটি ৬০ লক্ষের কাছাকাছি, সেই হিসেবেই প্রায় তিন কোটি ভোটারকে এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় আনা হবে বলে জানানো হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটাররা নিজেদের অভিযোগ, আপত্তি ও প্রমাণপত্র জমা দিতে পারবেন। যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তিনটি স্তরে; প্রথমে ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার), তারপরে জেলা নির্বাচন আধিকারিক, এবং সর্বশেষে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে। প্রয়োজনীয় নথি জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে চূড়ান্ত তালিকা থেকে।

যাঁদের জন্ম ১ জুলাই, ১৯৮৭-র আগে এবং যাঁদের নাম ২০০২ সালের তালিকায় অনুপস্থিত, তাঁদের ক্ষেত্রে ১১ ধরনের সরকারি প্রমাণপত্রের (যেমন আধার কার্ড, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি ইত্যাদি) মধ্যে যেকোনো একটি এবং সাম্প্রতিক রঙিন ছবি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্যে গত দুই দশকে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বসবাসের ধরনে বড় পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকের মৃত্যুর তথ্য সময়মতো আপডেট না হওয়া, বা নতুন বসতি গঠনের ফলে পুরনো তথ্যের সঙ্গে মিল না পাওয়া; সব মিলিয়ে তালিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। তবে এই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আশঙ্কা, এতে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আশ্বাস দিয়ে বলেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। ভুল তথ্য সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি জানান, প্রতিটি বুথে ভোটারের সংখ্যা ১,২০০-র মধ্যে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে নতুন বুথ তৈরি করা হবে। একইসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলকেও এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছে কমিশন।

রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এই যাচাই অভিযানে কমিশনের নজর সর্বাধিক; যাতে একদিকে তালিকার নির্ভুলতা বজায় থাকে, আবার অন্যদিকে কোনো নাগরিকের নাম ভুলবশত বাদ না পড়ে।

নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু: সঞ্জয়ের দিদির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলমারির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছিল নাবালিকার দেহ। এই ঘটনায় তিলোত্তমাকাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের দিদির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের। সঞ্জয়ের ভাগ্নির মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ ঠাকুমার। এই ঘটনায় রুজু হয়েছে মামলা।

পুলিশ সূত্রে খবর, নাতনির এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের বিদ্যাসাগর কলোনির বাসিন্দা তথা ওই নাবালিকার ঠাকুমা প্রতিমা সিং। নিজের ছেলে ভোলা সিং ও পুত্রবধূ পূজা সিংয়ের বিরুদ্ধে আলিপুর থানায় নাতনিকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে ঠাকুমা ছাড়াও লিখিতভাবে ভোলা ও পূজার বিরুদ্ধে তাঁদের মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন আলিপুরের ডি এল খান রোডের বিদ্যাসাগর কলোনির কয়েকজন বাসিন্দাও। পুলিশের এক কর্তা জানান, যেহেতু অভিযোগ খুনের, তাই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এর তদন্ত চলছে। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, প্রতিমা সিং আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ভোলা সিং ও পুত্রবধূ পূজা সিং মিলে খুন করেছে তাঁর নাতনিকে। ঠাকুমার দাবি, নাতনি তাঁকে প্রায়ই লুকিয়ে এসে বলত যে বাবা ও সৎমা মিলে তাকে নানা অজুহাতে মারধর করে। এমনকী, নাতনির তাঁর ঘরে ঢোকাও ছিল নিষিদ্ধ। পড়াশোনার অজুহাতে, কিংবা সামান্য ভুলের কারণেও, তার উপর চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। প্রসঙ্গত, ভোলা সিংয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন ববিতা রায়, যিনি আরজি কর-কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের দিদি। বছর খানেক আগে ববিতার রহস্যমৃত্যুর পরই ভোলা বিয়ে করেন সঞ্জয়ের ছোট বোন পূজাকে। পূজাও তখন কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ফলে, মাসি থেকে হয়ে ওঠেন ওই নাবালিকার সৎ মা। অভিযোগ, দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় ছোট্ট মেয়েটির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। গত ২০ অক্টোবর, কালীপুজোর রাতে আলিপুর থানার বিদ্যাসাগর কলোনি এলাকার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। আলমারির হ্যাঙ্গার থেকে আংশিক ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল সে। প্রতিবেশীরা দাবি করেন, বাবা ও সৎ মা মিলে নিয়মিতভাবে মেয়েটিকে নিগ্রহ করত। ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয়রা ভোলা ও পূজাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান এবং মারধরও করেন বলে জানা যায়। এবার তাদের বিরুদ্ধে দায়ের হল খুনের মামলাও।

সম্পাদকীয়

পানিহাটির প্রৌঢ়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি নয়, নিরপেক্ষ তদন্তই কাম্য

আচমকা রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে এখন পানিহাটি। সেখানে এক আম নাগরিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এখনও পর্যন্ত মৃতের কোনও রাজনৈতিক অতীত পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় ভাবে জানা যাচ্ছে,ওই পরিবার তৃণমূলেরই সমর্থক। প্রদীপ কর নামে ওই প্রৌঢ় আত্মহত্যা করেছেন। আর এইখানেই যত গণ্ডগোল। শোনা যাচ্ছে, মৃতের পাশ থেকে নাকি একটি সুইসাইড নোট। মিলেছে, যাতে তিনি তাঁর এই চরম পরিণতির জন্য এনআরসিকেই দায়ী করে গিয়েছেন। মোদ্দা কথা, এনআরসি আতঙ্কে পরিবার নিয়ে ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার ভয় থেকেই এই পরিণতি। ঘটনা সামনে আসতেই রাজ্যের শাসকদল বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আরও এক ধাপ এগিয়ে এর জন্য অমিত শাহ ও জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নিদান দিয়েছেন। ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি মৃতের বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তাঁর দল ক্ষ্মজাস্টিস ফর প্রদীপ করক্ষ্ম শ্লোগান তুলে প্রতিবাদ মিছিলে নেমে পড়েছে। সব মিলিয়ে এসআইআর আবহে এই মৃত্যুকে ছাড়তে নারাজ তৃণমূল। সবাই জানে। বঙ্গভূমে মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এই মৃত্যু নিয়ে তিনি যে অনেকদূর যাবেন বলাই যায়। তবে এই প্রচার সর্বস্বতার আড়ালে বেশ কিছু যুক্তি ও প্রশ্ন কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, যে উত্তরগুলো পাওয়া খুব প্রয়োজন। প্রথমতঃ,এজাতীয় ঘটনা নিয়ে রাজনীতি কোনও ভাবেই কাম্য নয়। এর জন্য চাই নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত। না হলে পরিস্কার হচ্ছে না, একজন নাগরিক যিনি ২০২৪-এর লোকসভায় ভোট দিয়েছেন তাঁর মনে হঠাৎ এমন আশঙ্কা কেন? তথ্য বলছে, ২০০২ এর তালিকাতেও তাঁর নাম রয়েছে। এবার আরও বড় প্রশ্ন, যিনি সুইসাইড নোট লিখেছেন বলে প্রচার হচ্ছে, তাঁর ডান হাতের চারটি আঙুলই নেই। অর্থাৎ তাঁর পক্ষে ডানহাতে লেখা সম্ভব নয়। তিনি বাঁ হাতেও লিখতে পারেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সেটা হলে তাঁর পরিবার জানবে। কিন্তু তাঁরা চুপ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়েও কিছু শোনা গেল না। তাই প্রশ্নগুলো কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

শব্দবাণ-৪২৮

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কোন সময়ে ৩. মোচড় ৫. সগৌরবে অবস্থান ৭. গর্ভে সন্তান ধারণ ৮. আমগাছ ১০. কাঁচা ধান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কৃত্রিম ২. আখের গুড় ৩. পান্ডা ৪. চোখের জল, অশ্রু ৬ .গোলমেলে ৯. অল্প, তুচ্ছ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২৭

পাশাপাশি: ১. তুরঙ্গম ৩. ফাটল ৪. পারশ ৬. টিকারা ৯. ভাস্কর ১০. রমন্যাস।

উপর-নীচ: ১. তুলনা ২. মন্দির ৩. ফাটাফাটি ৫. শংকর ৭. কামার ৮. আভাস।

জন্মদিন

আজকের দিন

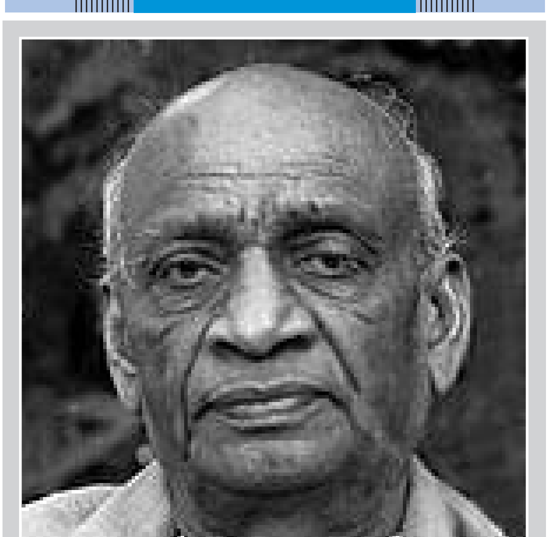

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

১৮৭৫ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন।
১৮৯৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডুর জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পার্ণো মিত্রের জন্মদিন।

বীরদর্পী বাঙালির বৈপ্লবিক বোধোদয়

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়

সমাজ ও সভ্যতার ভাঙাগড়ায় ইতিহাসের জুড়ি মেলা ভার। ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে বিগত পাঁচটি শতকের ঘটনাপ্রবাহে তা বিস্ময়করভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতক ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সাম্রাজ্যের বীজ বপনের শতক। সপ্তদশ শতক পরিলক্ষিত করে মুঘলদের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আরোহনকে। অষ্টাদশ শতকে এই সাম্রাজ্যের বিদায় সংগীত রচিত হয় এবং পাশাপাশি নতুনত্বের আবাহন পরিদৃশ্যমান হয়। উনবিংশ শতকে বৃটিশ শক্তির জয়যাত্রা এবং একই সঙ্গে তার বিদায়ের ক্ষেত্র রচিত হয়। বিংশ শতক ছিল বিপ্লব-বিদ্রোহের শতক। এই শতকে বাঙালির দেশপ্রেম বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে অগ্রসর হয়ে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডয়ন করেছিল। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্রতি একশো বছর অন্তর ভারতীয় তথা বঙ্গসমাজ পালাবদলের স্থির লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছিল। সমাজ বদলের পথে ধাবমান হয়ে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। প্রত্যেকটি শতকেই বাংলার ভূমিকা ছিল পথদ্রষ্টার, ত্রাতারও বলা চলে। বিংশ শতকের অস্ত্র-শস্ত্রের পূজারী বাঙালির সংকল্পে ক্ষাত্রতেজের উদগীরণ জাতিকে এক নতুন গৌরবের ভাগিদার করেছিল। সেই কাহিনি যথেষ্ট রোমহর্ষক এবং যুগান্তকারী তো বটেই।

বিংশ শতকের শুরুতে বাংলা ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত একদল তরুণের রণহুঙ্কারমত্ত বলদর্পী পদচারণা প্রত্যক্ষ করেছিল। এই দেশভক্তগণ বৃটিশ সরকারের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় হিসাবে 'বিপরীত প্রতিক্রিয়া'-র নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। 'পথের দাবী' উপন্যাসে অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলায় উত্থিত এই বিপ্লবী কর্মধারার পক্ষে লিখেছেন 'দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল- সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার?' ইংরেজদের পাল্টা আঘাতে বিচূর্ণ করে পর্যুদস্ত করার এই পন্থা সমকালীন বহু লেখকের সমর্থন লাভ করে এক অগ্নিময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে যাঁরা একদিন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আত্মোন্নতি সমিতি, গোন্দলপাড়া (চন্দননগর) বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতি, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি, কলকাতার চিংড়িপোতা গ্রুপ, ঢাকার মুক্তিসংঘ, জোড়াসাঁকোর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ক্লাব, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, কলকাতার আহিরীটোলার স্বদেশ সেবক সমিতি, রানাঘাটের শক্তি সংঘ, চট্টগ্রাম সমিতি, বি. ভি., শ্রীসংঘ, দিপালী সংঘ, প্রবর্তক সংঘ, রিভোল্ট গ্রুপ, মাদারিপুর গ্রুপের বীরত্ব ব্যঞ্জক ইতিহাস বিস্মৃতির অতলে বিলীন। প্রখ্যাত বিপ্লবী গণেশ ঘোষ বলেছেন, 'আমাদের ভারতবর্ষের আবহমান কালের ইতিহাসে দেখি যে, গুরু প্রদত্ত মন্ত্রে বা গুরুর দ্বারা দীক্ষিত মন্ত্রে সাধকগণ সাধারণত জগত সংসার পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম গিরি গুহায় অথবা গভীর গহন অরণ্যভূমিতে গিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। আত্মসাধনা 'বনে' বা 'কোণে' করতে হবে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রটি কিন্তু একেবারেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর।'

বাংলার 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের সাধকগণ জগত সংসার পরিত্যাগ করে নয়, সর্ববিধ কাম্য পরিত্যাগ করেই; দুর্গম গিরি গুহা বা গহন অরণ্যাভ্যন্তরে নয়- বনে বা কোণে নয়- জগতের মধ্যে থেকেই সংসার-সীমান্তে তাদের সাধনার পীঠস্থান নির্বাচন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিপ্লবীর মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছিলেন যে দেশমাতা এবং জগৎমাতা হোল অভিন্ন সত্তা। চিন্ময়ের মৃণ্ময়ী রূপ। দেশমাতাই বাহুতে শক্তি স্বরূপে অবস্থানরতা। তিনি মুক্তি প্রদায়িনী প্রাণস্বরূপা। বাংলায় যে সকল গুপ্ত দল গঠিত হয়েছিল তাদের সভ্যশ্রেনীভুক্ত হবার জন্য নানা ধর্মীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হতো। এটা চিরাচরিত রীতি। 'আনন্দমঠে'-র সন্তানদলের কাল থেকে চলে আসছিল। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী যুগের কথা' থেকে জানা যায়, 'ঠাকুরবাড়িতে রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গোপন দল (হাঞ্চু পামু হাফ) গঠন করেন, সেখানে দুই টেবিলের দুই পাশে দুই মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।' বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশংকর সুকুল, সুন্দরী মোহন দাস, তারা কিশোর চৌধুরী প্রমূখ ব্যক্তিত্ব বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞা পত্র সিক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির নানা প্রতিজ্ঞা ও প্রক্রিয়া ছিল। আদ্য, মধ্য, অন্ত ও বিশেষ -এই চার দফা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হতো। নানা স্তরের ভক্তদের জন্য এই সকল ব্যবস্থা ছিল। বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা গ্‌ হণ সবসময়ই কোন দেবতার সামনে অনুষ্ঠিত হোত। এই বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর' পুস্তকে লিখেছেন, ক্ষ্মপুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণ প্রণালী এইরূপ ছিল ঃ পূর্ব্ব দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দন্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞা পত্র ধরিয়া পাঠ করিতেন। অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞা পত্রের মধ্যে চরিত্র শক্তির উপর বেশ জোর দেওয়া হত। সঙ্গে ছিল নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা পালনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে, গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি ছিল হত্যা। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সরলা দেবীর 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেননা এই লক্ষীর ভান্ডার ছিল খানিকটা পরিমাণে আখড়া এবং খানিকটা পরিমাণে ভান্ডার। এই সংগঠনের মূলে ছিল একটি মিলনের কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাবনা যেখানে বিপ্লবীগণ মেলামেশা করার সুযোগ পেতেন। সরলা দেবীর আসল পরিচয় লুক্কায়িত ছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বালিগঞ্জের 'স্বাস্থ্য একাডেমি'-র মধ্যে। এই 'স্বাস্থ্য একাডেমি'র মাধ্যমে দস্তুর মত আক্রমণ ও প্রতিরোধ প্রণালী, লাঠি, ছোরা, তলোয়ার পরিচালনা, যুযুৎসু, বক্সিং ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত এবং প্রথম তিনিই এসব কাজের যোগ্য শিক্ষক মুর্তাজা সাহেবকে নিযুক্ত করেন। বড় লাঠিখেলায় তিনি কয়েকটি বিখ্যাত শিষ্য তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে পুলিনদাস ছিলেন অন্যতম। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যা, ১৩১০ সনে 'বিলাতিঘুসি বনাম স্বদেশী কিল' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই বছরেরই কার্তিক সংখ্যায় তিনি 'কিঞ্চিত উত্তম মধ্যম' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। সেই কারণেই সমসাময়িক সরকারি গুপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, "It worked the beginning of an organised expression of the spirit of assertive nationalism in Bengal "

নিকুঞ্জ সেন ছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এর অ্যাকশন স্কোয়ার্ডের সদস্য এবং রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের বীর বিপ্লবী বাদল গুপ্তের গুরুদেব। তিনি তাঁর একটি ছোট্ট প্রবন্ধ 'ইতিহাস কই'তে মন্তব্য করেছেন, 'এ কথা আজ কে না জানে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি কর্মধারা ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলেছে একটি অহিংস, আর একটি সহিংস। অহিংস আন্দোলনের জনক ও নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, আর সহিংস সংগ্রামের নেতা সুভাষচন্দ্র। মহাত্মাজীর সঙ্গে ছিলেন অহিংসায় একান্ত বিশ্বাসী কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীবৃন্দ। আর সুভাষচন্দ্রের পেছনে ছিলেন বাংলা তথা সারা ভারতের বিপ্লবপন্থীরা। এই দুটি কর্মধারা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ রূপ। এই সত্যকে অস্বীকার করে যাঁরা সে ইতিহাস রচনা করতে চান, তারা অন্ধ। তাঁদের রচিত ইতিহাস আর যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়।' বঙ্গবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াগুলিতে বৈপ্লবিক যে তোড়জোড় চলতে থাকে তার ফলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কি-ভাবে সমিতিগুলির ধ্বংসসাধন করতে পারবে। অপেক্ষা ক'রে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী অনুশীলন সমিতি, ঢাকা ; স্বদেশবান্ধব সমিতি, বারশাল; ব্রতী সমিতি, ফরিদপুর ; সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিংহ; সাধনা সমাজ, ময়মনসিংহ, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারথি যুবক সমিতি, আকলা (খুলনা) সমিতি প্রভৃতি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং বাহ্যতঃ এসকলের বিলোপসাধন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি আরও গোপনীয়ভাবে চলতে থাকে। সমসাময়িক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হাতে গোনা কয়েকজন সভ্য কে নিয়ে হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকাতে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি মুক্তিসংঘের গোড়াপত্তন করেন। মুক্তিসংঘের কলকাতা শাখার দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্রীশ পালের উপর। হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মুক্তিসংঘই পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্যে লেখ্যাগারে সংরক্ষিত গোয়েন্দা ডায়েরীতে উল্লেখ আছে যে, সেই ১৯২১-এ ঢাকায় একটি জনসেবক প্রতিষ্ঠান ছিল। হেম ঘোষ ছিলেন মুন্সীগঞ্জ যুগান্তরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি এই সংস্থার মধ্যে আনেন সুস্পষ্ট এক বৈপ্লবিক প্রকৃতি। নাম হয় শ্রী সঙ্ঘ। অনিল রায়, বারীন রায়, কমল ঘোষ, রসময় সুর ও অনেকে এতে যোগ দেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গিরিশ নাগের মেয়ে লীলা নাগ ছিলেন অনিল রায়ের সহপাঠী। অনিল রায় তাঁকেও দলে ভেড়ান ও লীলা নাগের সাহায্যে মেয়েদের একটা সংস্থা গড়ে তোলেন ; নাম হয় দীপালি সংঘ। হেম ঘোষ নেতা হিসেবে লীলা নাগ ও তার নারী সংগঠন আয়ত্তে আনতে চান; এতে অনিল রায় ও লীলা নাগ বিরক্ত হন। হেম ঘোষ তখন সদলে শ্রীসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে বি, ভি, গ্রুপ গঠন করেন। তাতে যোগ দেন সত্য গুপ্ত, সত্য বক্সী, তেজোময় ঘোষ, রসময় সুর, রেবতী বর্মণ, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় এবং একটি স্বেচ্ছাবাহিনীও গড়ে ওঠে। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় কলকাতায় 'বেণু' নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন।' পত্রিকাটির কথা ভেবেছিলেন রেবতী বর্মণ। ১৯২৭ নাগাদ ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় কলকাতা আসেন, 'বেণু'র ভার নেন এবং ৯৩/১ এফ বৈঠকখান! রোডে অফিস বসান। কিন্তু এই পত্রিকাটি পুরোমাত্রায় শ্রী সঙ্ঘের প্রচার চালালে রেবতী বর্মণ প্রমুখ বেণু গোষ্ঠিকে ছেড়ে যান। ১৯৩০-এ কাগজটা বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময় শ্রীসঙ্ঘ একটি শক্তিশালী 'বিপ্লবী' সংস্থায় পরিণত হয় এবং বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। সত্য গুপ্ত ছিলেন মেদিনীপুর জেলে আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী; তিনি মুক্তিলাভ করে দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখের সহযোগে একটি দল গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এই মেদিনীপুর শাখারই কাজ --পেডী, ডগলাস, বার্জ হত্যা। ঢাকার শাখাটির তৎপরতা প্রকাশ পায়-ত্তমিঃ লোম্যানের হত্যায় ও মিঃ হডসনের প্রাণনাশ চেষ্টায়, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে করিডর যুদ্ধে, নারায়ণগড় তার কাট! ও অনেক কটি ডাকাতিতে ঊ এদের শেষ অভিব্যক্তি লেবং মাঠে 'হিজ একসেলেন্সি' স্যার জন এন্ডার্সনের প্রাণনাশের চেষ্টা।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের সময় বিরাট এক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত ভয়। নাম হয়েছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স- মেজর সত্য গুপ্তের পরিচালনাধীন। ঢাকা ও কলকাতা শ্রী সঙ্ঘের অনেকে এতে যোগ দেন। কলকাতায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সফল হয়নি। বছরখানেক বিপন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখে বিলীন হ'য়ে যায়। ঢাকায় কিন্তু তেজোময় ঘোষ ও জ্যোতিষ জোয়ারদারের পরিচর্যায় বিকশিত হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সত্য গুপ্ত ও প্রতুল ভট্টাচার্য আনাগোনা করতেন।

১৯২৯-এর মাঝামাঝি দল হ'ল দ্বিধাভক্ত। কোন কোন দৈনিক কাগজে ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, সত্য গুপ্ত,প্রভাত নাগ ও আরও দুজনের স্বাক্ষরে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি বেরোল যে, তারা শ্রী সঙ্ঘ ও দীপালির সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন গোলমালট! মূলত অনিল রায় ও ভূপেন রক্ষিত-সত্য গুপ্তের মধ্যে। অর্থাৎ 'বেণু' গোষ্ঠি অনিল রায় থেকে আলাদ! হয়ে গেল। এই 'বেণু' গোষ্ঠি হেম ঘোষের মাধ্যমে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের যুগান্তর দলে ভিড়ল। সত্য গুপ্ত অবশ্য ভবানীপুরের এন-ভি-পির বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরির সঙ্গেও মিলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অবৈধ সম্পর্কের খেউড়ও তুলেছিল। বেপরোয়া চলেছিল জঘন্য কুৎসা। তবে ঢাকায় অনিল রায়ের দলেই থাকলেন বেশির ভাগ সদস্য। রেবতী বর্মণও অনেক দিন ন যযৌ ন তস্থৌ করে সঙ্গীসাথী নিয়ে অনিল রায়ের দলে যোগ দিলেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ললিত বর্মণ ও মুন্সিগঞ্জে জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গেও অনিল রায়ের সংযোগ ছিল। দলাদলি-শেষে গ্রী সঙ্ঘে অনিল রায়ের সঙ্গে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেনঃ বারীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র সাহা পোদ্দার, বীরেন্দ্র ঘোষ, সনৎ দাস, অনিল দাস, অনিল ঘোষ, সুধীর নাগ, সুধেন্দুভূষণ দত্ত (জীবন) ও ক্ষিতীশ রায়। ১৯৩০-এর সংশোধিত ফৌজদারি আইনে ঢাকা শ্রী সঙ্ঘের ৫৮ এবং কলকাতা শ্রী সঙ্ঘের ৪৪ জন বন্দী হন। দীপালী সঙ্ঘের কথা না বললে শ্রীসঙ্ঘের কথা শেষ হয় না। গোড়া থেকেই এর কাজ ছিল, স্বামী বা ভাইদের দেশের জন্ য আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র, গুলী ও পলাতক বিপ্লবীকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা ও গোপন চিঠিপত্র লেনদেন করা। কলকাতায় শকুন্তলা দেবী, রেণু সেন, ডাঃ অবনী দাশগুপ্তর এক আত্মীয়া ও বিভাবতী সেনকে নিয়ে এর আরম্ভ। রাজবন্দী হয়েছিলেন কুমারী লীলাবতী নাগ, রেণুকা সেনগুপ্ত, সুরমা দাস (হাসি), অশ্রুকণা সেনগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত, সুশীলা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী হেলেনা বল, লাবণ্য দাশগুপ্ত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'ইতিহাসের চোখে' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন,'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লববাদ যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।... কিন্তু এই বিপ্লবীদের কাহিনি এখনও যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই।' একথা সর্বাংশে সত্য যে, দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে যাঁরা 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করেছেন তাঁদের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরিপূর্ণতার বৃত্ত আজও নাগরিকদের নাগালের বাইরে। আদর্শের বিচ্যুতি স্বাধীনোত্তর ভারতের এক নতুন রোগ। এই রোগের উপশমের জন্য আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের সংগ্রামের কাহিনিকে উপজীব্য করে আমাদের জ্ঞানমার্গের জগতে পরিবর্তন আনা জরুরি।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো- বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার লোকনৃত্য ও লোকগান

তৃশিতা বিশ্বাস মণ্ডল

বাংলা সংস্কৃতি তার সমৃদ্ধ লোকধারার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাত। এই লোকধারার অন্যতম অঙ্গ হলো লোকনৃত্য ও লোকগান। বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও জীবনের আনন্দ-বেদনা মিশে আছে এই নাচ-গানের প্রতিটি ছন্দে।যেমন ঝুমুর হল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের এক জনপ্রিয় লোকগান ও নৃত্যরূপ। ঢোল, মাদল, করতাল, শাঁখের তালে তালে নাচেন পুরুষ ও নারী; মিলেমিশে গেয়ে ওঠেন প্রেম, হাসি, কষ্ট ও জীবনের গল্প। ঝুমুরের সুরে গ্রামের মাটি ও মানুষের প্রাণ একাকার হয়ে যায়। আবার গম্ভীরা মালদা ও রাজশাহীর (বর্তমানে বাংলাদেশে) এক জনপ্রিয় লোকনৃত্য-নাট্যরূপ। এতে 'নানা' ও 'নাতি' চরিত্র দু'টি সামাজিক সমস্যা, রাজনীতি, বা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরে। গম্ভীরার গানে যেমন মজা আছে, তেমনি আছে শিক্ষা ও সমাজের প্রতি এক গভীর বার্তা।

উত্তরবঙ্গের মেচ, রাভা, তোটো, কোচ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মেচ ও রাভা নাচ কিন্তু খুবই জনপ্রিয়। এই নাচে প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ফুটে ওঠে। উৎসব, ফসল তোলা, বা বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই নাচ পরিবেশিত হয়। ঢোল, বাঁশি, ঝাঁঝর, মাদল ইত্যাদির তালে এই নাচ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ত্তবাংলার দক্ষিণাংশে 'ছৌ নাচ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচে মুখোশ ব্যবহার করা হয় সেটি এই নাচ কে করে তোলে অনন্য।

আবার নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের 'বাউল গান' মরমিয়া ভাবধারায় পূর্ণ; যেখানে মানুষের ভেতরের আত্মা ও ঈশ্বরের মিলনের সাধনা প্রকাশ পায়। ঝাড়খণ্ড সীমান্তে 'সাঁওতালি নাচ', এবং সুন্দরবন অঞ্চলে 'বনবিবি পালা' বা 'ঝুলননাচ' স্থানীয় জীবন ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। বাংলার এই লোকনৃত্য ও লোকগান শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও জীবনবোধের প্রতিচ্ছবি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। কারণ, লোকসংস্কৃতি মানেই হলো মানুষের মাটির গন্ধে ভরা জীবনকথা।

মাছ বাঁচানোর ভাবনা

অর্পিতা বিশ্বাস

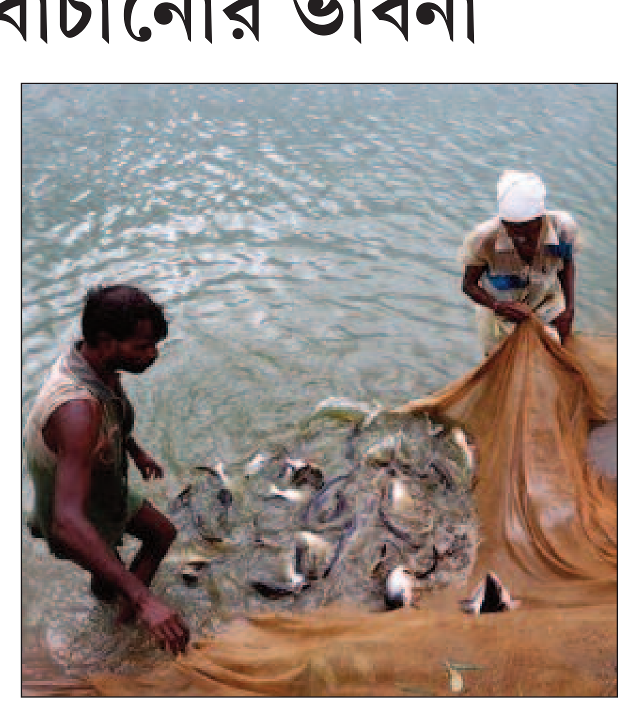

কলকারখানা থেকে নির্গত বজ্যপদার্থ নদীর জলে প্রতিনিয়ত মিশে নদীর জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। জলজ প্রাণী মাছ প্রভৃতির জীবন বিপন্ন। প্রাকৃতিক মাছ বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক জল পাচ্ছে না। মৌরালা, পাবদা, বাছা, তিনকাটা, খলসে, খয়রা, চাঁদা, পিউলি, পাঁকাল, ডারকে - এই সব মাছ এখন হারিয়ে যাচ্ছে। জিওল মাগুর ট্যাংরা কই মাছের দাম আকাশছোঁয়া। বাজারে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক মাছের খুব আকাল। সেই বাটা, পোনা, চালানি রুই, কাতলা আর ভেড়ির হাইব্রিড কৃত্রিম মাছে মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক মিশ্রিত মাছ বাজারে আসছে। সেই মাছ খেয়ে পেটরোগা বাঙালি আরও বিভিন্ন অসুখে ভুগছে। কোনও বিধিনিষেধ নেই। দেদার বিক্রি হচ্ছে এইসব ওষুধ দেওয়া বিষাক্ত মাছ। শিশু, রুগীরাও খাচ্ছে। একসময় নদীনালা খালবিল পুকুর দিঘি সমৃদ্ধ ছিল বাংলা। আর এখন সব মৃত বা মৃতপ্রায়। খাল বিল নদীতে কোথাও আর জল নেই। গঙ্গা, চূর্ণী, জলঙ্গী, ইছামতী প্রভৃতি নদী আজ দূষিত। বছর তিরিশ চল্লিশ আগেও এই নদীগুলো সারা বছর জলে পূর্ণ থাকতো। বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যেত। মৎস শিকারের সাথে প্রচুর মানুষের জীবিকা জড়িত আছে। জলের অভাবে মাছ নেই, আর মাছের অভাবে এই সকল মানুষের জীবিকায় টান পড়েছে। নদী, নলা, খাল, বিল, পুকুর সঠিক সংস্কার হলে আমাদের সামাজিক, আর্থিক, পরিবেশগত চেহারায় বদলে যাবে। সেই মাছকে আবার আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকার এব্যাপারে অনেক সাহায্য করছে। সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে পরিবেশ রক্ষায়, বিশেষ করে মাছচাষের ক্ষেত্রে। তবেই আমরা আবার বলতে পারবো - মৎস্য মারিব খাইব সুখে...

এসআইআর নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ঝাঁটা, জুতো দিয়ে পিটিয়ে গ্রামছাড়া করার নিদান

বিতর্কে বাঁকুড়ার শহর তৃণমূল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এসআইআর নিয়ে ফের বিজেপিকে ঝাঁটা ও জুতো দিয়ে পিটিয়ে গ্রামছাড়া করার নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের বাঁকুড়া শহর সভাপতি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই নিদান প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে বাঁকুড়ার রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপির দাবি, 'এসআইআর বিজেপি করছে না। এই কাজ নির্বাচন কমিশনের। মানুষ এই এসআইআর-কে স্বাগত জানানোয় তৃণমূল নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মানুষ এই তৃণমূল নেতাদেরই ঝাঁটা, জুতো দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবে।'

বুধবার বিকেলে বাঁকুড়ার জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে মহিলা তৃণমূলের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে তৃণমূলের বাঁকুড়া শহর সভাপতি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর জন্য বিজেপিকে একহাত নেন। তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'আমরা জীবন দিতে রাজি আছি। কিন্তু বিজেপির মতো একটি ধাপ্পাবাজ দলকে এরাজ্যে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বো না।' এরপরই দলের মহিলা কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, 'বিজেপির যারা গ্রামে এসআইআর করতে যাবেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনারা তাঁদের বলবেন এখানে দাঙ্গা লাগাতে আসবেন না। শান্ত বাংলা, উন্নতির বাংলাকে নষ্ট করতে এলে ঝাঁটা ও জুতো দিয়ে পিটিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেবেন।' তৃণমূলের শহর সভাপতির এমন বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি। জেলা বিজেপি কর্মীদের পাল্টা দাবি, '২০২৬ সালে জনগণের ঝাঁটা জুতো খাওয়ার জন্য তৃণমূল নেতারা তৈরি থাকুন। এসআইআর-এর মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াই শুরু হয়ে গেছে।'

স্থায়ী উপাচার্য পেতে চলেছে মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন ধরেই উপাচার্যবিহীন হয়েছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য পেতে চলেছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে আসছেন। বৃহস্পতিবার রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এমনটাই নির্দেশ জানানো হয়েছে। নতুন উপাচার্য আসার ফলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির প্রসার ঘটবে বলেও দাবি করেছে শিক্ষক, শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়ারা।

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ আগস্ট তৎকালীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অপসারিত করেন রাজ্যপাল। এই নিয়ে সেই সময় রাজ্যপাল এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সংঘাত চরমে ওঠে। পরবর্তীতে দ্রুত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের কথা বলা হলেও, আড়াই মাস ধরেই এই পদটি খালি ছিল। যার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পঠন পাঠন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এমনকি পড়ুয়ারা তাঁদের শংসাপত্র সংগ্রহ করতে গিয়েও সমস্যায় পড়ছিলেন। অবশেষে রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকেই নতুন উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ জানানো হয়েছে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে একটি নির্দেশ এসেছে, তাতে বলা হয়েছে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্য এখানে উপাচার্য হয়ে আসছেন। তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই। দীর্ঘদিন ধরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যবিহীন ছিল। আশিস ভট্টাচার্য উপাচার্য হয়ে আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি হবে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন পরে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় একজন স্থায়ী উপাচার্য পেতে চলেছে।'

আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মান পেলেন 'শান্তির দূত' ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি কলকাতা শিয়ালদা কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চ'র আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাড়ম্বরে। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মান পুরস্কার দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী শান্তির দূত সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল মহারাজকে। বিশিষ্ট বহু বছর ধরে একনাগাড়ে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে 'শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায়' তাঁর বার্তা সমাজের পক্ষে এক মহতী উদ্যোগ। এছাড়া সমাজ সচেতন, সমাজের যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় মুগ্ধ হয়ে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মান প্রদান করা হল। আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু ও বিশিষ্ট গুণীজন অতিথি বৃন্দ ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে উত্তরীয় পরিয়ে প্রশংসাপত্র এবং পুরস্কারের মোমেন্টো দিয়ে সম্মানিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে সকলের মন জয় করলেন। 'মেনোকা মাথায় দেলো ঘোমটা' বাউল গানে অনুষ্ঠান আনন্দমুখর করে তোলেন স্বপন বাউল। আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল এমন একজন রাজ্যের ও আমাদের দেশের শিল্পী, যিনি সারা জীবন সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে ওনার বহুমুখী প্রতিভার নানান শিল্পকলার মাধ্যমে যেমন কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বাউল গানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা ও শান্তি সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিয়ে চলেছেন মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগাতে। সারা পশ্চিম বাংলার ২৩টি জেলায় ঘুরে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় প্রশংসিত। আবার ভারতের রাজধানী দিল্লি বহুবার গিয়েছেন। দিল্লি-সহ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা, বিশাখ পত্তনম, ভাইজাক, অযোধ্যা, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, বেনারস, কাশি, হরিদ্বার, এলাহাবাদ মহাকুম্ভে প্রভৃতি জায়গায় বাউল গানে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা এবং রাজধানী ঢাকায় বহুবার আমন্ত্রণে গিয়ে বহুল প্রশংসিত এমনকি ঢাকা হাই কমিশন থেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত, আমেরিকা ইউ এস এ থেকেও সম্মানিত।' দুই বাংলার জনপ্রিয় কবি অনুষ্ঠানের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'সারা রাজ্যে ও সারা দেশে এমন নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল বলতে পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। একজনই আছেন যার জুড়ি মেলা ভার। স্বপন দত্ত বাউল শুধু বাংলার গর্ব নয়। আজ উনি সারা ভারতের গর্ব করার মত শিল্পী।'

দঃ দিনাজপুরের নতুন জেলাশাসকের দায়িত্বভার নিলেন বালাসুব্রামানিয়ান টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক হিসেবে সোমবার দায়িত্বভার বুঝে নিলেন আইএএস বালাসুব্রামানিয়ান টি। এর আগে এই আইএএস অফিসার কালিম্পং জেলার জেলাশাসক পদে ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিজিন কৃষ্ণা-এর কাছ থেকে জেলাশাসকের দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি। অন্যদিকে, বিজিন কৃষ্ণা কে বদলি করা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জেলাশাসক পদে। দিন কয়েক আগে প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবিনিয়োগ দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে নবান্নের তরফে গোটা রাজ্য জুড়ে বেশ কিছু আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে রুটিন বদলি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রায় তিন বছরের খানিকটা বেশি সময় আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জেলা জেলাশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন বিজিন কৃষ্ণা। তদানীন্তন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ-এর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছিলেন তিনি। জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিদায়ী জেলাশাসক। এদিন জেলাশাসকের বদলির খবর চাউড় হতেই নানা মহল থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জেলাশাসককে।

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ইস্যুকৃত হয়েছে উল্লেখ্য পূর্বের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি), জনসত্তা (হিন্দি) লখনউ সংস্করণ (কানপুর এলাকার জন্য), ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি), একদিন (বাংলা) কলকাতা সংস্করণ, মর্নিং ইন্ডিয়া (ইংরেজি), সন্মার্গ (হিন্দি) পাটনা সংস্করণ (পূর্ণিয়া এলাকার জন্য) ১৫ অক্টোবর ২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত মতে মেসার্স জিও জুট লিমিটেডের (নিম্নোক্ত আবেদনে বিবাদী হিসেবে উল্লিখিত) বরখাস্ত ডিরেক্টরগণ নাম : শ্রী শশী কান্ত ঝা, শ্রী রবি শঙ্কর প্রভাকর, এবং শ্রী সুধীর কুমার সিং কে মহামান্য এনসিএলটি, এলাহাবাদ বেঞ্চ সমীপে ১৬.১০.২০২৫ তারিখে হাজির হওয়ার জন্য-নির্দেশ তারিখ ০৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী আবেদন নং আইএ নং ৪৩৫/২০২৫, দাখিলকৃত প্রস্তাব পেশাদার কর্তৃক ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ১৯(২) অধীনে প্রধান কোম্পানি আবেদন সিপি (আইবি) নং ২৮০/এএলডি/২০১৮ সম্পর্কিত। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত কপি যথাযথভাবে আপনাদের প্রেরণ করা হয়, উল্লেখ্য ইমেল তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, আপনাদের নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানায়। কিন্তু ভুলক্রমে আবেদনের মামলা নং উল্লেখ না করায় এই সংশোধনী ইস্যু করা হয়েছে এবং উক্ত মামলার পরবর্তী তারিখ ১২.১১.২০২৫ নির্ধারিত হয়েছে। আপনাদের, ডিরেক্টরগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে মহামান্য এনসিএলটি, এলাহাবাদ বেঞ্চ সমীপে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ে হাজির হতে।

দীপক কুমার আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার - জিও জুট লিমিটেড।

ACHIIEVERS FINANCE

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড
(পূর্বতন অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U51909WB1996PLC082118
রেজি. অফিস : ৩২/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, সখেরবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৮
টেলি : নং ০৩৩ ৬৬০৬ ৩০০০, ইমেল : cs@achieversind.com

সংশ্লিষ্ট অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (পূর্বতন জ্ঞাত অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ৩২/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, সখেরবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৮ এবং CIN U51909WB1996PLC082118 -সম্পর্কিত

.... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল আরবিআই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, সিওআর নং বি-০৫.০৪২৬৪ তারিখ ১৫ জুন ২০১৮, অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের নামে, হারিয়ে গিয়েছে কোম্পানির হেড অফিস - ৩২/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, সখেরবাজার, কলকাতা -৭০০০০৮ থেকে আরবিআই, কলকাতা অফিসে -১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ঠিকানায় কোম্পানির অবস্থান প্রাইভেট লিমিটেড থেকে পাবলিক লিমিটেড -পরিবর্তনের কারণে মূল আরবিআই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দাখিলের কারণে পরিবহনের সময়।
সংশ্লিষ্ট মূল সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস-৩২/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, সখেরবাজার,কলকাতা-৭০০০০৮ ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিধিবদ্ধ সতর্কতা সাধারণের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে যাতে কোনওভাবেই সার্টিফিকেট অসাধু উপায়ে ব্যবহার করা না হয় এবং অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে।
সকল বিনিয়োগকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত করা হচ্ছে।

অ্যাচিভার্স ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুমন চক্রবর্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০২৪৫৫৫৫৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১০.২০২৫

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV
(রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং ২. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী করণ বীর** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রী যতন ওসওয়াল** (সহ ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি : **০৭৫৫৬৭৫১০০০০১৪৫৮**	১. ১১.০৮.২০২৫ ২. ২৯.১০.২০২৫ ৩. **১৩,২৯,০৯৪.২৮ টাকা** (তেরো লাখ উনত্রিশ হাজার চুরানব্বই টাকা এবং আঠাশ পয়সা) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.০৬.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত জমি পরিমাপ ৫ এবং ১/২ কাঠা এবং তদস্থিত ভবন ৮০০ বর্গফুট , আরএস প্লট নং ৩৯৪, এলআর প্লট নং ৭৫০ এবং ৮২৫, আরএস এলআর খতিয়ান নং ৪০৩৮, মৌজা : রাঙ্গামাটিয়া, জেএল নং ৩৮, থানা : সালানপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব-ডিভিশন- কুলটি,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন । **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : ৫ ফুট চওড়া চলার পথ। **দক্ষিণে** : আরএস প্লট নং ৩৭৪ এবং ৩৭৫; **পূর্বে** : বিদ্যুৎ মাজি এর ভবন; **পশ্চিমে** : রঞ্জন সিং বাল্মিকী এবং রাজেশ প্রসাদ এর ভবন।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট -৪এ [রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১৮.১১.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৯,৬৯,৪৮,৫৩৭.৬৮ টাকা (উনষাট কোটি উনসত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) ৩১.০৫.২০১৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি ০১.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে জামিনঅধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **এসএভি স্টিলস প্রা লিমিটেড এর কাছ থেকে ঠিকানা :** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪, জামিনদাতা(গণ) : **১) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল,** পিতা শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল, **২) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল,** পিতা আনন্দ কুমার আগরওয়াল, **উভয়ের ঠিকানা : ক)** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪, **খ)** ২০ভি, মোতিলাল বসাক লেন, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **এবং গ)** ই/১, ব্লক -বি, ২য়তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউ এর নিকট, জ্যাঙ্গরা বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯, **৩) ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি., ৪) হোপলাইন হোমিও রিসার্চ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ প্রা লি., উভয়ের ঠিকানা :** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম -৬এম, কলকাতা ৭০০০৫৪ এর কাছ থেকে ।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.১১.২০২৫, সময় সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ বিঘা ১৩ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি কুচা টালি পরিমাপ আনুমানিক ৮০ বর্গফুট , সিএস দাগ নং ৩০৯,হাল দাগ নং ৩২৭, মৌজা : মাদুরদহ, জেএল নং ১২, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৮ অধিক্ষেত্রে, থানা : তিলজলা, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫২৯০/২০০৭। (ল্যান্ডমার্ক আর্বানা প্রজেক্টের নিকট)**। সম্পত্তি কর্পোরেট জামিনদাতা : **ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি. এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; পূর্বে অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭। দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; পশ্চিমে : ক্যানাল।	৩৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০,০০০.০০ টাকা	

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices*(*) প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। নির্দিষ্ট নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://baanknet.com/eauction-psb/x-login। সহায়তার জন্য support.BAANKNET@psballiance.com।

তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডিস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে (নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত) এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং **LAP4HOW000062264** **শ্রী/শ্রীমতী টুম্পা দাস** **শ্রী/শ্রীমতী সঞ্জয় দাস** **শ্রী/শ্রীমতী ননীগোপাল দাস** **শ্রী/শ্রীমতী সঞ্জীব দাস** **উভয়ের ঠিকানা** - আনন্দ নগর পানিহাটি এম, পো - পানসীলা, উত্তর ২৪ পরগনা, দীব সংঘ ক্লাব, উত্তর পরগনা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১২ **আরও ঠিকানা** - গ্রাম - পানসীলা, সারদাপল্লী, আনন্দনগর, পো - নাটাগড়, থানা - ঘোলা, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা দীপ সংঘ ক্লাব উত্তর ২৪ পরগনা ৭০০১১২	২৫.০৭.২০২৫	২০০৯৮৩২ টাকা (কুড়ি লাখ নয় হাজার আটশ বত্রিশ টাকা) ২৩.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	গ্রাম - পানশীলা, সারদাপল্লি, আনন্দনগর, মৌজা : নাটাগড়, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ১৫৫, আরএস নং ১০১, দাগ নং ১৪৫, খতিয়ান নং ২৭৬, থানা ঘোলা, ওয়ার্ড নং ১৯, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১২। **চৌহদ্দি** : নথি অনুযায়ী : উত্তরে : দাগ নং ১৪৫, দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৫, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : সাইট/ প্রকৃতপক্ষে অন্যান্যর জমি। উত্তরে : ২ তলা ভবন, দক্ষিণে : ২ তলা ভবন, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : একতলা সি জি আই শেড ভবন।	দখলের তারিখ - ২৫.১০.২০২৫
২	লোন অ্যাকাউন্ট নং **LAP3BPR000063990** **শ্রী/শ্রীমতী হাসানুর রহমান খান** **শ্রী/শ্রীমতী রোজিনা খাতুন** **শ্রী/শ্রীমতী এজাজুল রহমান খান** **উভয়ের ঠিকানা** - কাশীপুর বোলপুর এম, বোলপুর বীরভূম পব, কাশীপুর মসজিদের নিকট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২০৪ **আরও ঠিকানা** - ২১০/২২৬ বোলপুর কাশীপুর বাইপাস কবি জয়দেব রোড বোলপুর বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ সুজুকি শোরুমের নিকট বীরভূম ৭৩১২০৪	১৭.০৬.২০২৫	২৬১৯৭৬১ টাকা (ছাব্বিশ লাখ উনিশ হাজার সাতশ একষট্টি টাকা) ১১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	মৌজা : বোলপুর, জেএল নং ৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৬৯, আরএস প্লট নং ৬২৬৮, এলআর প্লট নং ৭৩৪৮, ওয়ার্ড নং ১৮, কাশীপুর, পো : বোলপুর, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৩১২০৪, বোলপুর পুরসভা অধীন, নথি অনুযায়ী উত্তরে : ৪৫ ফুট চওড়া মেটাল কবি জয়দেব রোড; দক্ষিণে : লালা ভোলা প্রসাদের জমি; পূর্বে : শেখ ফিরোজ এবং শেখ সঞ্জয়ের জমি সম্পত্তি; পশ্চিমে : জাকিউর রহমান এর জমি সম্পত্তি সাইট/প্রকৃত মতে। উত্তরে : ২৫ ফুট চওড়া সড়ক(কবি জয়দেব রোড); দক্ষিণে : লালা ভোলা প্রসাদের জমি এবং ভবন; পূর্বে : ইউসুফ খানের ভিটা /জমি; পশ্চিমে : জাকিউল রহমান খানের দোকান।	দখলের তারিখ - ২৭.১০.২০২৫

তারিখ : ২৫.১০.২০২৫ এবং ২৭.১০.২০২৫
স্থান - উত্তর ২৪ পরগনা এবং বীরভূম
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট -৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০২.১২.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৬,৩৩,৪৪,৫৬২.৭২ টাকা (ছাপান্ন কোটি তেত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা)** টাকা ৩১.০৫.২০১৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৬.২০১৩ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সালাসার ইস্পাত লি** রেজিস্টার্ড অফিস পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ এবং জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল** ঠিকানা - ই/১-৬/১, ব্লক বি, ২য় তল, আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ভিউর নিকট, জ্যাংরা বাগুইআটি কলকাতা - ৭০০০৫৯ **এবং** পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৫৪ **(খ) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল** ঠিকানা পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **(গ) নিকুঞ্জ বোথরা** ঠিকানা ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি ফ্ল্যাট ৩৬, ৪র্থ তল, গঙ্গা যমুনা বিল্ডিং কলকাতা - ৭০০০১৭ **(ঘ) মেসার্স ত্রিশক্তি মিনারেল ডেভলপমেন্ট প্রা. লি.** প্রেমিসেস নং ৭০/২৪, আলমগঞ্জ মোহল্লা, বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা এবং জেলা - বর্ধমান, **(ঙ) এসএভি স্টিল প্রা. লি.** এবং **(চ) অ্যাস্টোনিশ ফাইনানসারস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস পি-৭০, সিআইটি রোড, স্কিম ৬ এম, কলকাতা - ৭০০০৫৪ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বসবাসের প্লট সার্ভে নং : জেএল নং ৭৫, অবস্থিত মৌজা : নদিভাগ, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,-৭০০১২৮ , (রুরাল)। **১) স্বত্ব দলিল নং ৩২০৭,** রেজিস্ট্রিকৃত ২৭ জুলাই ০৯, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তি সালাসার ইস্পাৎ লি, এর নামে, চৌহদ্দি :** উত্তরে -দাগ নং ১১৯, দক্ষিণে - দাগ নং ১১৯, পূর্বে : দাগ নং ১৩৬, পশ্চিমে : দাগ নং ১১৯। পরিমাপ এরিয়া ৫ কাঠা। **২) স্বত্ব দলিল নং ৩২০৯,** রেজিস্ট্রিকৃত ২৭ জুলাই ০৯ তারিখে, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তি সালাসার ইস্পাৎ লি. এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ১১৯, দক্ষিণে : দাগ নং ১৩৭,পূর্বে : দাগ নং ১৩৬, পশ্চিমে : দাগ নং ১৩৮। পরিমাপ এরিয়া ৮ কাঠা। **পরিমাপ মোট এরিয়া : ১৩ কাঠা।**	১৯,০০,০০০.০০ টাকা	১,৯০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/958/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road Near H/O Soumen Halder in Ward No.- 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-160, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C	Rs. 1,00,825.00
WBMAD/ULB/RSM/971/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Ananta Naskar to H/O Raghab Naskar in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-160,(Proposal Serial No.-6) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,23,578.00
WBMAD/ULB/RSM/972/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Rashamoy Naskar to H/O Amit Naskar at Tentulbearia in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-221, (Proposal Serial No.-06), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,39,543.00
WBMAD/ULB/RSM/973/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Covered Drain from Badan Chandra Vidyalay to H/O Monimohon Mandal in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-226, (Proposal Serial No.-06), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,41,503.00
WBMAD/ULB/RSM/974/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Jagannath to H/O Shyamal Boidya at AadarshaNagar in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-232, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,43,611.00
WBMAD/ULB/RSM/975/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete road with drain from H/O Dipali dey to H/O Arati Roy Aadarsha Nagar in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-232, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,62,195.00
WBMAD/ULB/RSM/976/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Gupta Ji to H/O Ananda Purkaite via H/O Somnath Bhattacharya to H/O Banik Babu in Ward No.-04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-232,(Proposal Serial No.-3) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,68,568.00
WBMAD/ULB/RSM/977/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Radheshyam Kundu to H/O Panchu Saha at Nabagram yoba Sangha in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-237, (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,56,583.00
WBMAD/ULB/RSM/978/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Nepal Dey to H/O Debu Dasgupta at Jhil Road !st Lane in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-237, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,42,300.00
WBMAD/ULB/RSM/979/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Babu Sarkar to H/O Balahari Das at Nabagram 5th Lane in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-237, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,22,927.00
WBMAD/ULB/RSM/980/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Nabagram Yuba Sangha Play Ground to Sibu Kar Flat to H/O Malati Das in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-237,(Proposal Serial No.-5)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,56,583.00
WBMAD/ULB/RSM/981/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/170) from Chandicharan Maity's House to Bankplot Beltala at Booth No.-170 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,41,505.60
WBMAD/ULB/RSM/982/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for the Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 5/170) from Subir Sarkar's House to Prasadpur House at Booth No.-170 of Ward No-29, under Rajpur -Sonarpur Municipality.	Rs. 1,31,850.00
WBMAD/ULB/RSM/983/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 7/171) from Khokan Majumdar's House to Shafalica Appt. at Booth No.-171 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,42,162.00
WBMAD/ULB/RSM/984/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Guard Wall (marked as Sl. 8/171) beside H/o Bablu Da Pond at Ward No.-29 under Rajpur–Sonarpur Municipality.	Rs. 4,75,445.00
WBMAD/ULB/RSM/1009/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Rabin Mondal to Megnath Mondal at Purba Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 59 (Proposal Serial No. 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,97,958.00
WBMAD/ULB/RSM/1010/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Dipak Kirtonia to Shibu Dey at Purba Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S.,Booth No.- 59 (Proposal Serial No.04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,14,504.00
WBMAD/ULB/RSM/1011/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Swapan Kr. Ray to Anil Krishna Barman at P. Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 59 (Proposal Serial No. 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,19,187.00
WBMAD/ULB/RSM/1012/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Nemai Karmokar to Sikha Das at P. Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 59 (Proposal Serial No. 08), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,03,423.00
WBMAD/ULB/RSM/1013/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Kalyan Da to Pradip Battala at Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-115(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,654.00
WBMAD/ULB/RSM/1014/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Nemai Da to H/O Durjodhan near Avijatri Sangha Club at Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-115(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,60,332.00
WBMAD/ULB/RSM/1015/25-26 Dated 18.10.2025	Construction of Drain from H/O Joydev Sardar towards H/O Goutam Sardar at Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 115, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,57,579.00
WBMAD/ULB/RSM/1016/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Prankrishna Sardar to H/O Sambhu Singh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 253 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,73,597.00
WBMAD/ULB/RSM/1069/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Foothpath and R.C.C. slab casting Covered Drain from Vidyapith School towards Sonarpur more at Purbo Baidyapara in Ward No. - 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No -24, (Proposal Sl No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,95,765.00
WBMAD/ULB/RSM/1070/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Drain with Culverts from Atlas Hospital towards Paritosh Naskar at Purbo Baidyapara in Ward No.- 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S. , Booth No - 24 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,83,914.00
WBMAD/ULB/RSM/1071/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Monsa Mandir to Ashok Mondal at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 61 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,00,780.00
WBMAD/ULB/RSM/1072/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Dhritish Halder to Swapan Sardar at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 61 (Proposal Serial No.: 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,42,673.00
WBMAD/ULB/RSM/1073/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of R.C.C. Cover Drain from Sukla Mondal to Salil Mahato at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 61 (Proposal Serial No.: 07), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,67,666.00
WBMAD/ULB/RSM/1074/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Pappu Mondal to Parul Sardar at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 61 (Proposal Serial No.: 08), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,15,893.00
WBMAD/ULB/RSM/1075/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of RCC Slab casting Covered Drain from Bhagirath Patoari towards Tapan Mondal at R.G.Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 98 (Proposul Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,58,992.00
WBMAD/ULB/RSM/1076/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Samir Nag to Arup Tapan Bose (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 176 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,79,278.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

বেড না-পেয়ে হাতে স্যালাইন নিয়েই গাড়িতে চিকিৎসা চলল সর্পদংশিত রোগীর

চরম অবহেলার চিত্র হরিশচন্দ্রপুর সরকারি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিষাক্ত সাপের কামড়ে অসুস্থ রোগী, তড়িঘড়ি ভর্তি হতে যান। চাঁচল মহকুমার হরিশচন্দ্রপুর সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে বেড না-পেয়ে হাতে স্যালাইন নিয়েই সেই রোগী নিজের চার চাকার গাড়িতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকলেন। আর এমন ভিডিও (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করে নি সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম) ওই রোগীর এক আত্মীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই, ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। শুধু তাই নয় সাপে কাটা ওই রোগীর এক ভাই নিজের ফেসবুক পেজে লাইভ করে সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থার বিষয়টি নিয়েও রীতিমতো আক্রমণ করেছেন।

উল্লেখ্য, হরিশচন্দ্রপুর কেন্দ্রটি হচ্ছে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের। তিনি সেখানকার বিধায়ক। আর মন্ত্রীর গড়ে সরকারি হাসপাতালের এমন বেহাল চেহারার সামনে আসতেই রীতিমতো সমালোচনা ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশচন্দ্রপুর ১ ব্লকের সোনাকুল এলাকায় এক যুবককে বুধবার বিষধর সাপে কাটে। সাথে সাথে তার দাদা আইনজীবী ওয়াসিম আক্রম ব্যক্তিগত গাড়িতে করে তাঁকে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রথমে জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। তারপর বলা হয় তাঁকে কয়েক ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। স্যালাইন চালিয়ে দিয়ে বলা হয় বসতে। কিন্তু কোন বেড মেলে না। এমনকি ছিল না বসার জায়গা। হাসপাতালের চারিদিকে ছিল ছাগল, কুকুর বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে রোগীকে নিয়ে তাঁর দাদা ওয়াসিম আক্রম স্যালাইন চালানো অবস্থাতে নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করেন। সেখানে তিনি হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাজমুল হোসেন আবার এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদেরকেও নিশানা করেন। এই ওয়াসিম আক্রম একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তার ফেসবুক লাইভ দ্রুত গতিতে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এছাড়াও তিনি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। আইনজীবী ওয়াসিম আক্রমের অভিযোগ, 'এদিন সাপে কাটার পর ভাইকে হাসপাতাল নিয়ে এসেছিলাম। চিকিৎসক দেখেনি। স্বাস্থ্যকর্মীরা একটা স্যালাইন দিয়ে আমাদের বসতে বলে। বেড ছিল না বলে আমরা কোথায় বসবো সেটাও জানানো হয় নি। অবশেষে আমার ব্যক্তিগত চার চাকার গাড়িতে ভাইকে নিয়ে এসে বসায় এবং স্যালাইনটা সামনে ঝুলিয়ে রাখি। এই হচ্ছে আজকের সরকারি হাসপাতালে পরিস্থিতি। এভাবে সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এদিন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেই নিজের ফেসবুক পেজে লাইভ করে বিষয়টি ভাইরাল করেছি।' হরিশচন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'রাজ্য সরকার যেভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থায় ঢালাও উন্নয়ন এনে দিয়েছে তা সাধারণ মানুষ দেখছে। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু কিছু পাগল মানুষ এভাবেই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে প্রশাসনকে দুর্নাম করতে চাইছে। এরকম কোনও ঘটনায় ঘটেনি, এসবই বানানো।' মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'কি ঘটনা ঘটেছে জানা নেই। অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

ধাত্রীগ্রামে ঐতিহ্য মেনে হয়ে আসছে ৩০০ বছরের জগদ্ধাত্রীর আরাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বহু যুগ আগেকার কথা। একথা প্রাচীন এক জনপদ ধার্য গ্রামের কথা। এই গ্রামের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে চলেছে পতিত পাবনী ভাগীরথী। শোনা যায় একসময় রাজা বল্লাল সেনের আমলে এই গ্রাম থেকেই কর ধার্য বা আদায় করা হতো। তাই এই গ্রামের নাম ছিল ধার্যগ্রাম। এই গ্রামে সকল জাতির বাস ছিল। সেই সময় রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কথিত আছে, একদিন তাঁরই পুত্রবধূ বাড়ির সামনের পুকুর থেকে স্নান সেরে জল আনার সময় পুকুরের জলে শাঁখা-পলা-চুরি পরিহিতা দুটো হাত দেখতে পান। তিনি ভেবেছিলেন কোনও সধবা নারী জলে ডুবে যাচ্ছেন। তাই বারবার সাহায্যের জন্য হাত দেখাচ্ছেন। আর্তের সাহায্য করার জন্য তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কোনও মানুষ তিনি দেখতে পাননি। খুঁজে না পেয়ে তিনি কলসিতে জল ভরতে যান। তখন তিনি আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখতে পান। তিনি কলসির দ্বারা সৃষ্ট ঢেউয়ের সঙ্গে যে তরঙ্গ উঠছে সেখানে সোনার দুর্গা প্রতিমার অবয়ব লক্ষ্য করলেন। তখন পুকুরের পাড়ে বসে বসে সেই কলসির উপর মাথায় দেওয়া তেল সিঁদুর দিয়ে জলে ফুটে ওঠা মায়ের মূর্তি এঁকে ফেলেন। সেই রাতেই তর্ক সিদ্ধান্তকে মা স্বপ্নাদেশ দেন। বলেন, আমি মা জগদ্ধাত্রী। তাঁর পুকুরেই তিনি আছেন। তাঁর পুত্রবধূ যে রূপটি এঁকেছেন সেই রূপেই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার কথা বলেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে দেবী তাঁর পুজো করার কথা বলেন। মায়ের আদেশ মতোই এই স্থানটির নাম ধার্যগ্রাম থেকে হয় ধাত্রীগ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা নিতাই চন্দ্র সেন বলেন, আনুমানিক ৩০০ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল। সেই থেকে আজও সকল রীতিনীতি মেনে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে ধাত্রীগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো হয়। এখানে মায়ের ভোগে মাছ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। মাকে মাছের টক এবং মাছের ঝাল রান্না করে নিবেদন করা হয়। এখানে এখনও বলি প্রথা বর্তমান। মানত পুরণে এখানে এখনও ছাগ বলি হয়। এছাড়াও ধুনো পোড়ানো, দণ্ডী কাটা-সহ মায়ের পূজার্চনা মহাধুমধামের সঙ্গে হয়। কয়েক হাজার পুন্যার্থী মায়ের কাছে পুজো দিতে আসেন। শুধু ধাত্রীগ্রামই নয়, দূর দূরান্ত থেকেও ভক্তরা পুজোর দিনে মায়ের কাছে আসেন পুজো দিতে। এখানে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী এই চার দিনের পুজো একদিনেই হয়। পুজো উপলক্ষে এখানে অন্নক্ষেত্রর আয়োজন করা হয়। সেখানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সংবাদমাধ্যমের বিবর্তন উঠে এল লিচুতলা জগদ্ধাত্রী পুজোমণ্ডপে

বনস্পতি দে ● চন্দননগর

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো জগৎ বিখ্যাত। তাই এই বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় লিচুতলা পুজো কমিটির থিমে বিশেষ চমক। এবছর খবরের কাগজ থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে খবর। সংবাদ পড়া থেকে দেখা-শোনার বিবর্তন, পুজোর থিমে তুলে ধরেছে লিচুতলা। যতদিন গিয়েছে সংবাদপত্রের জায়গা দখল নিয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম। আগে বিভিন্ন রেল স্টেশনে ভোর হতেই দেখা যেত খবরের কাগজ নিয়ে ভেন্ডারদের তাড়াহুড়ো। সেই কাগজ পৌঁছে যেত মানুষের ঘরে ঘরে। আগে পাড়ার মোড়ে, সেলুনে, চায়ের দোকানে, মানুষ খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসতেন। তবে এখন চিত্রটা কিছুটা বদেছে। মানুষ বিভিন্ন সমাজমাধ্যম যেমন ইউটিউব, ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাতেও পরিবেশন করা হচ্ছে সংবাদ। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তনকে তুলে ধরেছে লিচুতলা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। তারা এ বছর ৮৬'তম বর্ষে পা দিয়েছে। মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে স্টেশনে ভেন্ডারদের ব্যস্ততা। সেই সমস্ত আজ অতীত। মণ্ডপের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে সাইকেল। আগে ভোর হলেই তাতে চেপে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেত খবরের কাগজওয়ালা। মণ্ডপের চারিপাশে বিভিন্ন সংবাদপত্রের টুকরো কোলাজ তুলে ধরেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজোর সদস্য অনির্বাণ মুখার্জি, শিল্পী তন্ময় হাজরা বলেন, 'খবরে কাগজের মাধ্যমে মানুষ সংবাদ সংগ্রহ করতেন কিন্তু এখন মানুষের হাতে পৌঁছে গিয়েছে স্মার্টফোন। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখন এক ক্লিকেই পেয়ে যাচ্ছে মানুষ। আমরা মণ্ডপে সেই বিবর্তনের বিষয়টাকে তুলে ধরেছি।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম - পাঁচগ্রাম হাটতলা, পো. পাঁচগ্রাম
থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪২১৮৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঁচগ্রাম শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঁচগ্রাম শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭২,৯৭,০০৭.০০ টাকা** (বাহাত্তর লাখ সাতানব্বই হাজার সাত টাকা) (বিবি = ৪০,৪৯,৬১৪.০০ টাকা এমওআই + এমএলই + এমওএক্স = ৩২,৪৭,৩৯৩.০০ টাকা) **১৪.১০.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি, স্বত্বাধিকারী : কমল হাসান,** গ্রাম - নিধিয়া, পো. উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি স্বত্বাধিকারী : কামাল হাসান গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭। ২. স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : কামাল হাসান, পিতা : কাবেজ শেখ, গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭। খ) পাঁচগ্রাম শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, **শ্রী কামাল হাসান** এর নামে, মৌজা আশুরিয়া, জেএল নং ১৩২, এলআর খতিয়ান নং ২১৮৩, এলআর প্লট নং ১৫৩৬, জমির এরিয়া : ২০ ডেসিমেল, গ্রাম : নিধিয়া, পো : উজিরপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : বাস্তু, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল ১৬৪৭ তারিখ ১৪.০২.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নলহাটি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে কাবেজ শেখ এর জমি, দক্ষিণে : ভেলু শেখ এর জমি, পূর্বে : বলদেব এর জমি, পশ্চিমে : রাজ্য হাইওয়ে।	**৭২,৯৭,০০৭.০০ টাকা** (বাহাত্তর লাখ সাতানব্বই হাজার সাত টাকা) (বিবি = ৪০,৪৯,৬১৪.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স = ৩২,৪৭,৩৯৩.০০ টাকা) **১৪.১০.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ	ক) **২০,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **২,০৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30401703017** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.১০.২০২৫
স্থান : পাঁচগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসএমই শাখা মালদা
মঙ্গলবাড়ি, মালদা - ৭৩২১৪২, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : sbi.63794@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম</th><th>স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত</th><th>নোটিশের তারিখ</th><th>এনপিএ তারিখ</th><th>মোট বকেয়া (০৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ন্যাশনাল মোটরস
এনএইচ-৩৪, গাবগাছি, যদুপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১২১।
মশীহুর রহমান (জামিনদাতা)
কৃষ্ণপুর, মকদমপুর, মকদমপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১০৩।
তাজমা পারভিন (জামিনদাতা)
স্বামী মশীহুর রহমান, কৃষ্ণপুর, মকদমপুর, মকদমপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩২১০৩।

এ/সি নং :
(এবিএল-ক্যাশ ক্রেডিট- ৩৯৯২২৭৮৩০৪২)
(জিইসিএল-৪০৭৩৬২৫৪৬০০)
শাখার নাম : এসএমই মালদা শাখা।</td><td>অংশ ১
পরিবর্তনের প্রকৃতি : লেনদেন ব্যবসায় সমুদয় মজুত, বুক ডেট, আদায়যোগ্য এবং চলতি সম্পদ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, স্পেয়ার্স এর দায়বদ্ধতা এবং অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদির দায়বদ্ধতা।
অংশ ২
বাণিজ্যিক ভবন সার্ভে নং জেএল নং ৯০, আরএস প্লট দাগ নং ১৬৯, ১৭০, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৫, অবস্থিত গ্রাম গাবগাছি, এনএইচ -৩৪, পো : মুকুন্দপুর, থানা : ইংলিশ বাজার, পিন : ৭৩২১০৩, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাপ এরিযা : ৯.৯০ ডেসিমেল , সম্পত্তি মহ মশীহুর রহমান এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৮৭১ তারিখ ০৮.০৭.২০১১।
<table>
<tr><th>খতিয়ান নং (এলআর)</th><th>আরএস প্লট নং</th><th>এলআর প্লট নং</th><th>শ্রেণি</th><th>এরিয়া</th></tr>
<tr><td>১১৩৫</td><td>১৬৯, ১৭০</td><td>১১৩৫</td><td>দোকান (শপ)</td><td>৯.৯০ ডেসিমেল</td></tr>
</table>
মোট ৯.৯০ ডেসিমেল এর চৌহদ্দি নিম্নমতে :
উত্তরে : গোকু চন্দ্র বর্মন, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : রানা বিশ্বাস, পশ্চিমে : এনএইচ -৩৪।
বাণিজ্যিক ভবন সার্ভে নং জেএল নং ৯০, আরএস প্লট দাগ নং ১৬৯, ১৭০, এলআর খতিয়ান নং ১১৩৪, অবস্থিত গ্রাম : গাবগাছি, এনএইচ -৩৪, পো : মুকুন্দপুর, থানা ইংলিশ বাজার, পিন : ৭৩২১০৩। মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাপ এরিয়া -৩.৩০ ডেসিমেল, মালিকানা তাজমা পারভিন এর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৮৭০ তারিখ ০৮.০৭.২০১১।
<table>
<tr><th>খতিয়ান নং (এলআর)</th><th>আরএস প্লট নং</th><th>এলআর প্লট নং</th><th>শ্রেণি</th><th>এরিয়া</th></tr>
<tr><td>১১৩৪</td><td>১৬৯, ১৭০</td><td>১১৩৪</td><td>দোকান (শপ)</td><td>৩.৩০ ডেসিমেল</td></tr>
</table>
মোট ৩.৩০ ডেসিমেল এর চৌহদ্দি নিম্নমতে :-
উত্তরে : গোকুল চন্দ্র বর্মন, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ২, পশ্চিমে : রানা বিশ্বাস।</td><td>১৪.১০.২০২৫</td><td>০৮.১০.২০২৫</td><td>১,১১,২০,৩৫৮.০০ টাকা (এক কোটি এগার লাখ কুড়ি হাজার তিনশ আটান্ন টাকা) ১৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী।
আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।</td></tr>
</table>

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতার সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ACRE

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লি.
ইউনিট নং ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস, প্লট নং সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স,
মুম্বই : ৪০০ ০৫১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি নোটিশ

ACRE-ARC সারফেসি আইনের ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণ আর্থিক সম্পদ এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজগুলি অ্যাসাইনারের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছে। ঋণের উক্ত অধিগ্রহণের ফলে, ACRE-ARC আর্থিক নথি এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ অনুসারে আর্থিক সম্পদের অ্যাসাইনারের মাধ্যমে ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছে, ACRE-ARC ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে অ্যাসাইনারের ভূমিকায় পা রেখেছে এবং ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা আদায় এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি সুদ কার্যকর করার অধিকারী।

লোন এ/সি নং	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	এসিআরই-এর নিযুক্তির তারিখ	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশে তারিখ এবং পরিমাণ	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত
৬৪৯৩৪৪১	ট্রাস্ট ১৭৩	এইচডিবি	২৮.০৩.২০২৫	ইয়ারা দা ধাবা (ঋণগ্রহীতা) গোলাম হোসেন মোল্লা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং ১৯০৬৮৫৮.৫৩ টাকা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ১২ ডেসিমেল, এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন, এরিয়া ১১৮৪ বর্গফুট (৮ বছরের পুরানো), সিমেন্টের মেঝে, হোটেল ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত, অবস্থিত মৌজা : দেউলে, জেএল নং ১৩৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০৬৫, এলআর খতিয়ান নং ১৪১৭, নিমো-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : মেমারি, জেলা :পূর্ব বর্ধমান, এডিএসআর অফিস মেমারি অধিক্ষেত্রাধীন। পূর্বে : হাসিব মন্ডলের জমি; পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; উত্তরে : বোবল মোল্লার জমি;দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।
২৫২৭২০৬	ট্রাস্ট ১৭৩	এইচডিবি	২৮.০৩.২০২৫	এস এম কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) সঞ্জীব দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) মিতালি দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং ৩৪২৪৯৩৩.৭৮ টাকা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী	তপশিল এ উক্ত উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৬ কাঠা কমবেশি সার্ভে পরবর্তী জমির প্রকৃত এরিয়া ৫ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি মৌজা : ঢাকুরিয়া, জেএল নং ১৮, তৌজি নং ২৩০/২৩৩, দাগ নং ১৫১৯, ১৫২০, খতিয়ান নং ৪৬৯ এবং ৪৭১, জমিদারি খতিয়ান নং ৪৬৮ এবং ৪৭১, থানা : কসবা, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯২ অধিক্ষেত্রে, প্রেমিসেস নং ১৭/২১, কালী পদ রায় লেন, (কে পি রায় লেন) থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৩১, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ২৩ এবং ২৪, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : প্লট নং ২২;পশ্চিমে : প্লট নং ২০। তপশিল বি, উল্লিখিত মতে (সম্পত্তি পরিবর্তিত), সংশ্লিষ্ট সকল অফিস স্পেস (আধা বাণিজ্যিক) পরিমাপ আনুমানিক ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে, একতলায় সংলগ্ন সিঁড়ি চাতালে জি-৩ তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ১৭/২১, কে পি রায় লেন, থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৩১, ওয়ার্ড নং ৯২, স্পষ্টভাবে চিহ্নিত লাল কালিতে প্ল্যানে সংযুক্ত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির উল্লিখিত তপশিল এ তে এবং ব্যবহারের অধিকার সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের স্থান এবং সুবিধা এবং পরিষেবা উক্ত প্রেমিসেসে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির খাতা না ২৭৪৪ (ফসলী ১৩৯৫ থেকে ১৩৯৯) খসড়া নং ১৩১৯/২ মিন, এরিয়া পরিমাপ ১২৭ বর্গ মিটার ঢাকা এরিয়া পরিমাপ ১১.১৪ বর্গ মিটার সহ অবস্থিত মৌজা : কানওয়ালি, পরগনা : সেন্ট্রাল দুন, জেলা : দেরাদুন, চৌহদ্দি : পূর্বে : শ্রী বীরেন্দ্র কুমার এর সম্পত্তি, পরিমাপ ৩১ ফুট, পশ্চিমে : শ্রী সালিং রাম এর সম্পত্তি পরিমাপ ৩১ ফুট, উত্তরে : শ্রী জিয়া লাল এর সম্পত্তি পরিমাপ ৪৪ ফুট, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পরিমাপ ৪৪ ফুট।
১৪২৩২৮৪	ট্রাস্ট ১৭৩	এইচডিবি	২৮.০৩.২০২৫	বজরঙ্গ স্টোর্স (ঋণগ্রহীতা) বজরঙ্গ লাল শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) শিব শংকর শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) সংগীতা দেবী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং ১১৪৭৫৪৯.৪৫ টাকা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী	(সমুদয় সম্পত্তির বিবরণ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু/বসবাসের জমি পরিমাপ কমবেশি ০২ কাঠা ০৩ ছটাক , জি-৩ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : ঢাকুরিয়া, জেএল নং ১৮, আরএস নং ৫, কালেক্টরেট তৌজি নং ২৩০ এবং ২৩৩ , সিএস দাগ নং ১০২৭, সিএস খতিয়ান নং ৫৩/৫৪, থানা : যাদবপুর, এসআরও আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯২, অ্যাসেসি নং ২১-০৯২-১৫-০০৮৪-১, বরো নং ১০, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত ৪২, মহারাজা টেগোর রোড,কলকাতা -৭০০০৩১ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪৩, মহারাজা টেগোর রোড, দক্ষিণে : ৪১, মহারাজা টেগোর রোড; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া কে এম সি রোড; পশ্চিমে : ৪২এইচ, বাবু বাগান লেন। (বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক নীচু উচ্চতার ফ্ল্যাট একতলায়, পূর্ব দিকে, জি-৩ তলা ভবনে পরিমাপ ৪৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মৌজা : ঢাকুরিয়া,জেএল নং ১৮, আরএস নং ৫, তৌজি নং ২৩০/২৩৩, সিএস দাগ নং ১০২৭, সিএস খতিয়ান নং ৫৩/৫৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯২ অধীন, অ্যাসেসি নং ২১-০৯২-১৫-০০৮৪-১, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪২, মহারাজা টেগোর রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা -৭০০০৩১। এআরও আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ০২ কাঠা ০৩ ছটাক কমবেশি এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।
৮৫৩২২৩৩	ট্রাস্ট ১৭৩	এইচডিবি	২৮.০৩.২০২৫	মেসার্স রয় এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) অমিত রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) মদন রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৫ অক্টোবর ২০২৫ এবং ২৪০৫৪১৯.৪৮ টাকা ১৬ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১২ ছটাক এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ অংশ দাগ নং ৬৯, হাল দাগ নং ৬৯/৪৩২, খতিয়ান নং ১৬৭, হাল খতিয়ান নং ২৪৬, জেএল নং ৭, মৌজা : রামভদ্রবাটী, থানা : খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৮ (দলিল অনুযায়ী) এবং ৪১, রাসমণি নগর (ট্যাক্স বিল অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪ (দলিল অনুযায়ী) এবং ১৫ (ট্যাক্স বিল অনুযায়ী) পানিহাটি পুরসভা অধীন। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ আনুমানিক ১২ ছটাক এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ অংশ দাগ নং ৬৯, হাল দাগ নং ৬৯/৪১৩, খতিয়ান নং ১৬৭, হাল খতিয়ান নং ২৪৬, জেএল নং ৭, মৌজা রামভদ্রবাটী, থানা : খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৮ (দলিল অনুযায়ী) এবং ৪১, রাসমণি নগর (ট্যাক্স বিল অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪ (দলিল অনুযায়ী) এবং ১৫ (ট্যাক্স বিল অনুযায়ী) পানিহাটি পুরসভা অধীন।
১৮২২০২১১	ট্রাস্ট ১৭৩	এইচডিবি	২৮.০৩.২০২৫	রিয়া সু হাউস (ঋণগ্রহীতা) বেনুশ্রী শেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা) আকতার শেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৫ অক্টোবর ২০২৫ এবং ১৯৭০১৩৪.৯৮ টাকা ১৬ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ কাঠা ২৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ ৫০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : রামচন্দ্রপুর, প্লট নং ৭/বি এবং আরএস দাগ নং ৩৭৬ (অংশ) এস খতিয়ান নং ২৯১, এলআর দাগ নং ৬১৯, এলআর খতিয়ান নং ২৯১৯, জেএল নং ৩১, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৯/৭০, রামচন্দ্রপুর (জুলপিয়া রোড), ওয়ার্ড নং ১৪২, কলকাতা পৌর সংস্থা (পূর্বতন জোকা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত) অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর (পুরানো বেহালা), কলকাতা -৭০০১০৪।
৬৫৯০৪৯৭	ট্রাস্ট ১৫৮	আইডিএফসি	১৯.০৬.২০২৫	মেসার্স পাঠক এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) অভিজিৎ পাঠক (সহ-ঋণগ্রহীতা) সুপর্ণা পাঠক (সহ-ঋণগ্রহীতা) সুনীল পাঠক (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৫ অক্টোবর ২০২৫ এবং ১৭৫৬৪২১.৪৬ টাকা ২৪ অক্টোবর ২০২৫ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : শিবপুর , লট নং ডি এবং ডি১, আরএস দাগ নং ৮৯, আরএস খতিয়ান নং ৮৮, জেএল নং ১, তৌজি নং ৭৮৩, সিট নং ১০৯, হোল্ডিং নং ১২/৬ (পুরানো ১২), দক্ষিণ বাকসারা ফার্স্ট বাই লেন, ওয়ার্ড নং ১২, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৯, চৌহদ্দি : উত্তরে : দক্ষিণ বাকসারা ফার্স্ট বাই লেন এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ;দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং লট নং এ; পূর্বে : লট নং সি এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : শ্রীমতি উমা রানি পাঠক এবং শ্রী গৌর মোহন ধারা এর ভবন এবং জমি।

বিকল্প নোটিশ প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/বা তাদের জামিনদাতা (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যদি না হয়, তাহলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে অবগত থাকুন যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩) এর অধীনেও রয়েছে যেখানে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের জানানো হয়েছে যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি/লিজ/হস্তান্তর করা উচিত নয়।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লি.

জয়শঙ্কর-কনস্টান্টিনোস কম্বোসের বৈঠক সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং সাইপ্রাসের বিদেশমন্ত্রী কনস্টান্টিনোস কম্বোসের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ২০২৫-২৯ সালের যৌথ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। চলতি বছরের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাইপ্রাস সফরের সময় এই পরিকল্পনায় দুই দেশ সম্মত হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের ড. জয়শঙ্কর সামাজিক মাধ্যমের এক পোস্টে জানান, বৈঠকে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উন্নয়ন এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, '২০২৬ সালে সাইপ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে। আমাদের বিশ্বাস, এর ফলে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।' উল্লেখ্য, তিন দিনের সরকারি সফরে দিল্লিতে ভারত সফরে সাইপ্রাসের বিদেশমন্ত্রী কনস্টান্টিনোস কম্বোস বুধবার রাজধানীতে এসে পৌঁছেছেন। সাইপ্রাস ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সুসম্পর্ক রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্বোসের এই সফর সেই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন বিদেশ দপ্তরের আধিকারিকরা।

প্রধানমন্ত্রীর গুরু পূজায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন পাসুমপন মুথুরামালিঙ্গ থেবরজিকে

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন শ্রদ্ধেয় পাসুমপন মুথুরামালিঙ্গ থেবরজিকে তাঁর পবিত্র গুরু পুজো উপলক্ষে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর পবিত্র গুরু পুজা উপলক্ষে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই শ্রদ্ধেয় পাসুমপন মুথুরামালিঙ্গ থেবরজিকে, যিনি ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাবশালী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র এবং কৃষক কল্যাণ, ন্যায় এবং সাম্যের প্রতি তাঁর অটুট দায়বদ্ধতা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উৎসাহিত করেছে। গভীর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমাজ সেবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন মর্যাদা, ঐক্য এবং আত্মসম্মানের পক্ষে।

১৫ দিন ধরে 'ভারত পর্ব', জানালেন শাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: সর্দার প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, ১ নভেম্বর থেকে একতা নগরে ভারত পর্বের আয়োজন করা হচ্ছে এবং ১৫ নভেম্বর ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীর সাথে মিল রেখে শেষ হবে। বৃহস্পতিবার একথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT-30/2025-2026
Memo no:- 2644/PWD/BM/2025-2026, Dated- 24.09.2025
Name of the Work :- 14 (Fourteen) Sl. No. 1 -14. 14 Nos Upgradation of CC work in different location of Bolpur Municipality. Last Date of Submission 18.11.2025 at 9.00 A.M., for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION NO 04 OF SDO/T.B. SUB DIVISION OF 2025-26
Sealed Quotationers are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible bidders for 1 (one) number of work. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of N.I.Q. form is on **14.11.2025 up to 16.00 hrs.** Kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to 16.00 hrs.
Sd/-
Sub-Divisional Officer
Tilpara Barrage Sub-Division
Suri, Birbhum

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 108/PW/ Eng/25 Dt. 19-09-25
Bid Submission period: 18.11.25 instead of 29.10.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: [KGP/APAS/ 374/2025 Dated 17/10/2025] [2025_ZPHD_930136_01 to 04], At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 11/11/2025 & open date 13/11/2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender
Undersigned invites **E-NIT Memo No: 507/ DNK -PS/ ENG/2025, Date: 30/10/2025** for some civil works under Rural Roads -2025 Fund. Last date of bid submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **14.11.2025 up to 5.00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Dhaniakhali Panchayat Samity
Dhaniakhali, Hooghly

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ DRAINAGE-01 OF 2025-26
Tender Id: 2025_MAD_916288_1
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 1 no. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Closing Date: **19.11.2025 at 9.00 am.** Opening Date: **21.11.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ ROAD-01 OF 2025-26
Tender Id: 2025_MAD_916030_1
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 1 no. various work under Basirhat Municipality under Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Closing Date: **19.11.2025 at 9.00 am.** Tender opening Date: **21.11.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেল, খড়্গপুর ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিচে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী খোলা টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **টেন্ডার নোটিশ নং. : ইলেক্ট-জি-২৫-২৬-এসএমসি-এসএইচএম-০৫; কাজের নাম:** ০১ বছরের জন্য এসএসইএ(পি) এসএইচএম -এর আওতাধীন বৈদ্যুতিক কাজের জন্য এসএমসি; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৫৭,০৭,৫৬৫.১৯; **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি** ₹ ১,১৪,১০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২১.১১.২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়; সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের শুধুমাত্র অনলাইনে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য ডকুমেন্ট প্রকাশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি সংযোজিত সহকারে পড়ুন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।
(PR-783)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1090/ 25-26 Dated 18.10.2025	Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP3)] (marked as sl. 1/259) inside P&T colony at Booth No.-259 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,80,216.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৬৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.), এইচএমসি- হাওড়া পৌর নিগম এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ২৯.১০.২০২৫ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৫.১১.২০২৫ সন্ধে ৫টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৬৪(১)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
৩০.১০.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, south 24 Parganas district
ABRIDGED NIT
On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for repairing and maintenance tubewell parts and solar light and power backup for solar system dhanpota gp vide NIT No.89,90 dated **31/10/2025** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are **Rs. 549216/-118022/-164510/-** respectively. The period of bid submission is 10 AM of 1st November to 5PM of 18st November 2025. Tender opening 20/11/2025
Sd/- Pradhan,
Dhanpota Gram Panchayat

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 47 Nos. scheme vide **NIT No: 384/SAHA/APAS/SAN-VII/25-26, 385/SAHA/APAS/SAN-VIII/25-26, 386/SAHA/APAS/SAN-XIV/25-26, 387/SAHA/APAS/SAN-XV/25-26, 388/SAHA/APAS/SAN-XVI/25-26 & 389/SAHA/APAS/SAN-XVIII/25-26, Dated- 29.10.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **31.10.2025 from 10:00 AM** and Closing date (Online) : **17.11.2025 up to 11:00 A.M.** Tender opening date(Online): **19.11.2025 on 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** **Tender id : 2025_ZPHD_933385_(1-5), 2025_ZPHD_934414_(1-8), 2025_ZPHD_933464_(1-9), 2025_ZPHD_933840_(1-9), 2025_ZPHD_933935_(1-8) & 2025_ZPHD_934184_(1-8)** also available at undersigned G.P.
Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/886/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from Omkar Medical towards Bhola Water Company (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 148 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 9,79,914.00
WBMAD/ULB/ RSM/888/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from Fancy Tailor to H/O Mamoni Sardar (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 143 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 5,37,352.00
WBMAD/ULB/ RSM/892/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Gautam Ghosh towards H/O Tapan Malakar (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 150 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 6,39,827.00
WBMAD/ULB/ RSM/1039/ 25-26 Dated 18.10.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 1/172) from H/o Sanjib Mondal to H/o Dibyendy Mondal at Booth No.-172 of Ward No.-29, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,06,471.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/371/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/372/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/373/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/374/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/375/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/376/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
WBMAD/UM/377/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 29.10.2025
(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025p.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1164/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Kajal Ghosh to Pradip Baidaya at Matipara in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 62(Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,41,144.00
WBMAD/ULB/ RSM/1165/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/265) from H/o Saswati Nandan to H/o Tapan Das at Booth No.-265 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,32,013.00
WBMAD/ULB/ RSM/1166/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/195) from H/o Banshi Sardar to H/o Madhusudan Mukherjee at Booth No.-195 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,29,631.00
WBMAD/ULB/ RSM/1167/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 3/195) from H/o Subrata Basu to H/o Uttam Nandi at Booth No.-195 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,28,860.00
WBMAD/ULB/ RSM/1168/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab (marked as Sl. 10/195) beside Radha Krishna Mandir at Booth No.-195 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,23,834.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 17-10-2025
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

	Tender ID	Bid Submission Closing Date
1	2025_ZPHD_928466_1	08-Nov-2025 12:00 PM
2	2025_ZPHD_928466_2	08-Nov-2025 12:00 PM
3	2025_ZPHD_928466_3	08-Nov-2025 12:00 PM
4	2025_ZPHD_928466_4	08-Nov-2025 12:00 PM
5	2025_ZPHD_928466_5	08-Nov-2025 12:00 PM
6	2025_ZPHD_928466_6	08-Nov-2025 12:00 PM
7	2025_ZPHD_928466_7	08-Nov-2025 12:00 PM
8	2025_ZPHD_928466_8	08-Nov-2025 12:00 PM
9	2025_ZPHD_928466_9	08-Nov-2025 12:00 PM
10	2025_ZPHD_928466_10	08-Nov-2025 12:00 PM
11	2025_ZPHD_928466_11	08-Nov-2025 12:00 PM
12	2025_ZPHD_928466_12	08-Nov-2025 12:00 PM
13	2025_ZPHD_928466_13	08-Nov-2025 12:00 PM
14	2025_ZPHD_928466_14	08-Nov-2025 12:00 PM
15	2025_ZPHD_928466_15	08-Nov-2025 12:00 PM
16	2025_ZPHD_928466_16	08-Nov-2025 12:00 PM
17	2025_ZPHD_928466_17	08-Nov-2025 12:00 PM
18	2025_ZPHD_928466_18	08-Nov-2025 12:00 PM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/887/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Ramchandra Shaw to H/O Hiralal Shaw (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 143 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,34,561.00
WBMAD/ULB/ RSM/889/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Kartick Sarkar to H/O Saktipada Maity (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 143 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,03,811.00
WBMAD/ULB/ RSM/890/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Covered Drain from H/O Susmita Sarkar towards H/O Bishnupada Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 150 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,49,555.00
WBMAD/ULB/ RSM/891/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Tapas Paul towards H/O Saktipada Pramanik (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 150 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,90,651.00
WBMAD/ULB/ RSM/1037/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road with Drain from Khokan Bera towards Bapi Guha Ray at Chandttala Park in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.PA.S., Booth No - 101 (Proposul Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,42,153.00
WBMAD/ULB/ RSM/1038/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Pintu Das towards Nadiram Ghorai at Chanditala Park in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 101 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,90,663.00
WBMAD/ULB/ RSM/1040/25-26 Dated 18.10.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 2/172) from Shibtala to Ganguly Para Play Ground at Booth No.-172 of Ward No.-29,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,67,839.00
WBMAD/ULB/ RSM/1041/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing Surface Drain (marked as Sl. 3/172) from Ganguly Para Chatterjee Babu's Shop to Dr. Dey House at Booth No-172 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,01,744.00
WBMAD/ULB/ RSM/1042/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/172) fnear Uday Sangha Club at Booth No.-172 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,03,570.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1087/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 3/205) from H/o Pankaj Majumderat to H/o Balaram Mondal at Booth No.-205 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,33,639.00
WBMAD/ULB/ RSM/1088/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/205) from H/o Niran Mondal to H/o Dayamoy Mistry at Booth No.-205 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,00,229.00
WBMAD/ULB/ RSM/1089/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 2/201 from Ajit Das's House to Dilip Das's House at Booth No.-201 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,44,823.00
WBMAD/ULB/ RSM/1091/25-26 Dated 18.10.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 2/204) from Chandralok to Abar Khabo Shop at Booth No.-204 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,89,961.00
WBMAD/ULB/ RSM/1092/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 3/204) from Amal Ghosh's House to Sailasundar's House at Booth No.-204 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,40,981.00
WBMAD/ULB/ RSM/1093/25-26 Dated 18.10.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 4/204) from Soda's Shop to Ganguly House (Oldage Home) at Booth No.-204 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,52,982.00
WBMAD/ULB/ RSM/1094/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 6/204) from Oposite Raksha Kali Mandir via foresight Ganguly to Shambhu Ganguly at Booth No.-204 of Ward No.-28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,96,493.00
WBMAD/ULB/ RSM/1095/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/198) from Laxmi niwas to H/o Prabhash Das's at Booth No.-198 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,74,156.00
WBMAD/ULB/ RSM/1096/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/198) behind Sukumar Sardar and Tinku Sardar's House at Booth No.-198 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,89,484.00
WBMAD/ULB/ RSM/1097/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 3/198) behind Adhir Naskar's House at Booth No.-198 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,34,635.00
WBMAD/ULB/ RSM/1099/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Guard Wall (marked as Sl. 6/198) beside Sardar's pond near Lotus Appt. at Booth No.- 198 of Ward No.- 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.4,14,731.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1118/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Manoranjan Paik to Netai Samanta at Rupnagar in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 57 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,70,154.00
WBMAD/ULB/ RSM/1119/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Ashutosh Mondal to Jamuna Mondal at Ghasiara Paschim Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 57 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,37,718.00
WBMAD/ULB/ RSM/1120/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Apurba Joddar to Narayan Dev at Rupnagar in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 57 (Proposal Serial No.: 04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,46,636.00
WBMAD/ULB/ RSM/1121/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Drain from Puja Varities Shop to Subhajit Gayen at Rupnagar in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 57 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,82,882.00
WBMAD/ULB/ RSM/1122/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Jaharlal Saha to Sandip Mahato at Ghasiara Paschim Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 57 (Proposal Serial No.: 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,00,280.00
WBMAD/ULB/ RSM/1124/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Tapan Kumar Das to H/O Kashinath at Sonajil in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-01) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,99,557.00
WBMAD/ULB/ RSM/1125/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Parameshwar Das to H/O Dipak Mondal at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-02) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,86,123.00
WBMAD/ULB/ RSM/1126/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Lalit Purkait to H/O Debabrata Mondal at Rupnagar in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-03) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,29,348.00
WBMAD/ULB/ RSM/1127/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Basudev Babu to H/O Arindam Das at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-04) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,70,305.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/955/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Sudhengshu Giri to H/O Ganes Sardar via H/O Sanjoy Mondal in Ward No.-06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-221, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,27,298.00
WBMAD/ULB/ RSM/956/25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from Haritala Shitala Mandir to H/O Bechu Das at Paschim balia main road in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-160, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,54,860.00
WBMAD/ULB/ RSM/957/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Covere Drain from H/O Botu Das to H/O Tridip Das via H/O Jhulan in Ward No.-04 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-226, (Proposal Serial No.-3) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,80,160.00
WBMAD/ULB/ RSM/1007/ 25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Gitanjali Iron Towards Boral Main Road via H/O Hannan Mallick to H/O Rustam Mallick (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 253 of Ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 5,57,827.00
WBMAD/ULB/ RSM/1008/ 25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation work of Concrete Road with Drain from Naim House towards Goffer house at Halder Para in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.PA.S., Booth No - 316 (Proposul Serial No - 02), within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 6,51,546.00
WBMAD/ULB/ RSM/1065/ 25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of RCC Slab casting Covered Drain from Vivekananda School towards Nehar Majhi at R.G.Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 98 (Proposul Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 6,43,402.00
WBMAD/ULB/ RSM/1066/ 25-26 Dated 18.10.2025	Repair Upgradation work of Concrete Road from Ganesh Halder towards Santa Das at Chanditala Park in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 104 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 9,80,036.00
WBMAD/ULB/ RSM/1067/ 25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Avijit Bhattacharya to Soma Majumder via Radha Saha (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 176 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 5,97,552.00
WBMAD/ULB/ RSM/1068/ 25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Tagar Chakraborty to Maa Tara Appartment (Proposed Sl. No.-1) at Booth No.- 186 of Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 5,04,821.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light at Roy Market, Ruidas Market under Ward No.-28 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/230(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932734_1 • Est. Amt: Rs. 2,87,196.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

2) Name of the Work: Construction of drain at Muchipara from Kali Mandir to Manasa Mandir, Ward No.-28 under D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/230(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932734_2 • Est. Amt: Rs. 2,41,966.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

3) Name of the Work: Construction of concrete road from Manasa Mandir to Jamai Para (New Forest Office) Ward No.-28 under D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/230(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932734_3 • Est. Amt: Rs. 2,76,072.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

4) Name of the Work: Repairing of drain from Manasa Mandir to Blue Star Club, Ward No.-28 under D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/230(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932734_4 • Est. Amt: Rs. 1,10,282.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

5) Name of the Work: Improvement of illumination with LED street light at Mansa Mandir, Star Club under Ward No.-28 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/230(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932734_5 • Est. Amt: Rs. 69,039.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

6) Name of the Work: Construction of culvert and a gate near Sukumar Nagar Health Centre, Booth No.-277, Ward No.-42 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932786_1 • Est. Amt: Rs. 80,379.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

7) Name of the Work: Repairing of drain at Sukumar Nagar and A Block, Ward No.-42 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932786_2 • Est. Amt: Rs. 3,89,806.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

8) Name of the Work: Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings & LT/OH unarmoured Cable at Abason Pally under Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932786_3 • Est. Amt: Rs. 49,760.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

9) Name of the Work: Repairing of drain at Abason Pally, Ward No.-42 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932786_4 • Est. Amt: Rs. 4,27,180.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

10) Name of the Work: Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings & LT/OH unarmoured Cable at Sukumar Smriti Sangha, Sukumar Nagar Thakurbari Sebasangha under Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_932786_5 • Est. Amt: Rs. 38,710.00
Last Date : **15-Nov-2025 upto 11.55 a.m.**

11) Name of the Work: Repairing of pond at Sukumar Nagar Colony, Booth No.-279, Ward No.-42 under D.M.C
e-Tender No. : WBDMC/W/218(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_933194_1 • Est. Amt: Rs. 2,17,512.00
Last Date : **17-Nov-2025 upto 12.55 a.m.**

12) Name of the Work: Laying of 25mm dia PVC underground pipe line at Barrage Side Colony, AC-277, Booth No.-279, Ward No.-42, Borough-04 under D.M.C
e-Tender No. : WBDMC/W/218(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_933194_2 • Est. Amt: Rs. 34,348.00
Last Date : **17-Nov-2025 upto 12.55 a.m.**

13) Name of the Work: Repairing of drain at Sukumar Nagar Colony (E, D, C, Block), Ward No.-42 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/218(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_933194_3 • Est. Amt: Rs. 3,52,135.00
Last Date : **17-Nov-2025 upto 12.55 a.m.**

14) Name of the Work: Repairing of concrete road from Prijalal Das House to Prahlad Majumdar, Swapan Das House to Sadhan Guna's House, Binay Bhowmik to Bidyut Majumdar's House at Sukumar Nagar Colony, Ward No.-42 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/218(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_933194_4 • Est. Amt: Rs. 3,00,618.00
Last Date : **17-Nov-2025 upto 12.55 a.m.**

15) Name of the Work: Improvement of illumination with steel tubuler pole, LED light fittings & UG armoured cable at Sukumar Nagar Colony, Barrage Side Colony under Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/218(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_933194_5 • Est. Amt: Rs. 68,287.00
Last Date : **17-Nov-2025 upto 12.55 a.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদার সম্মাননায় যত কাণ্ড কলকাতাতেই

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

২০২৫ দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে আরও একটি অন্যতম ছবি - স্বনামধন্য পরিচালক অনীক দত্তের পরিচালনায় ক্ষ্ম যত কান্ড কলকাতাতেই ক্ষ্ম। প্রবাদপ্রতিম সত্যজিৎ রায়ের এক অমর সৃষ্টি ফেলুদার গল্প সমগ্রের প্রতি বরাবরই আকৃষ্ট, উৎসাহী এবং আবেগাপ্লুত বাংলার মানুষ। নস্টালজিক এই প্রদোষ মিত্রের(ফেলুদা) প্রতি বাংলা তথা বাঙালির আবেগ এবং ভালোবাসা চিরন্তন। তা সে বড় পর্দার সিনেমাই হোক বা সিরিজ, সব সময়ই দর্শক বন্ধুদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে ছবিগুলি। এক কথায় এই প্রদোষ মিত্র বা ফেলুদাই হলেন বাংলার শার্লক হোমস। এই ছবিটি প্রবাদপ্রতিম সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর সৃষ্টি সেই নস্টালজিক ফেলুদার প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য, একটি ফ্যান ফিকশনের কাহিনী। মূল ফেলুদা কাহিনীর বেশ কিছু রেফারেন্স এখানে সযত্নে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবির নামটিও নেওয়া হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের লিখিত ক্ষ্ম যত কান্ড কাঠমান্ডুতেক্ষ্ম উপন্যাসটির নামের আদলে। কাহিনীকার পরিচালক অনীক দত্ত নিজেই। উৎসব মুখোপাধ্যায় এবং অনীক দত্তের লিখিত চিত্রনাট্য এবং সংলাপে, প্রবল হালদার এবং ফিরদৌসুল হাসানের যৌথ প্রযোজনায় ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন এর ব্যানারে ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী সময়কালে পুরনো কলকাতার প্রেক্ষাপটে রহস্য এবং ধাঁধার জাল বুনেছেন কাহিনীকার-পরিচালক অনীক দত্ত। তৎকালীন কলকাতায় বেলেঘাটার নামকরা রায়চৌধুরী পরিবারের ব্যারিস্টার হাউস কে কেন্দ্র করে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং সেই ঘটনায় জড়িত কিছু মানুষকে নিয়ে গল্পটি আবর্তিত হয়। সাবা(কাজী নওশাবা আহমেদ) বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসে একদা ভারতে বসবাসকারী তার পূর্বপুরুষদের অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে। কলকাতায় এসেই সে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের গোলকধাঁধায়। এই গোলক ধাঁধা থেকে সমস্ত রহস্যের জট খুলে, সব ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করতে, তাকে সাহায্য করে তার কলকাতার সহচর বন্ধু ফেলুদা খ্যাত তোপসে (আবির চট্টোপাধ্যায়)।

ছবিটির প্রথমার্ধে সাবলীল ভাবে রহস্যের জাল বিস্তারিত হয়েছে এবং মূল ফেলুদা কাহিনীর বেশ কিছু রেফারেন্স সযত্নে গৃহীত হয়েছে। যা দর্শকদের অনেক বেশি উৎসাহিত করেছে এবং নস্টালজিক ফেলুদা গল্পের আবেশকে অনেকাংশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে। ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড এ গতিশীল চিত্রনাট্য গল্প বুনে চলে, কিভাবে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়ে যায় বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু ছবির দ্বিতীয়ার্ধে সেই আবেশ এবং গতি অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। গল্পটি প্রথমার্ধের থেকে অনেকটাই সহজ, সরল এবং অনেকটা পূর্বাভাসযোগ্য ভাবে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। এই ছবিটি যদি আজ থেকে বছর ১৫ আগে তৈরি হতো বা মুক্তি পেত, তাহলে হয়তো অন্য কথা হতে পারতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলা ছবিতে ঘরানা বলতে মূলত থ্রিলারধর্মী এবং গোয়েন্দা গল্পের আধিক্য অনেক বেশি। বাংলা ছবির দর্শক সাধারণভাবেই অনেক বেশি থ্রিলার ধর্মী গোয়েন্দা গল্প দেখার সুযোগ পায়। তাছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা গল্পের নস্টালজিয়া এবং রহস্য রোমাঞ্চ আপামর বাঙালির আবেগ এবং প্রত্যাশাকে এতটাই সীমাহীন উচ্চতায় নিয়ে গেছে, যার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। প্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীতে সব্যসাচী চক্রবর্তীর পর এই নস্টালজিক ফেলুদা এবং তার সহচরদের নামভূমিকায় এত পরিবর্তন এসেছে যে,আর কোন অভিনেতাই বাংলার দর্শক মহলের মনের মনিকোঠার অমূল্য স্থান অর্জন করতে পারেননি। আবির চট্টোপাধ্যায় কে ব্যোমকেশ চরিত্রে বাংলার দর্শকদের বেশ ভালো লেগেছিল। এই ছবিতে অভিনয়ের দিক থেকে আবির চট্টোপাধ্যায় এবং কাজী নওশাবা আহমেদ (বাংলাদেশ) দুজনের পারফর্মেন্সই দর্শকদের ভালো লাগবে। সহ অভিনেতা হিসেবে দুলাল লাহিড়ি, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রজত গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্য সেনগুপ্ত, রোজা পারমিতা দে, অপরাজিতা ঘোষ, মিঠু চক্রবর্তী, রিক চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী মুখার্জি প্রত্যেকেই সাবলীল অভিনয় করেছেন।

দেবজ্যোতি মিশ্রের সংগীত পরিচালনায়, অভিজিৎ বর্মন এবং মৌসুমী দত্তের গাওয়া ক্ষ্ম জীবন বড় কঠিন ধাঁধা - আমি এই হেঁয়ালির জবাব পামু কই ক্ষ্ম গানটি শ্রুতি মধুর। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এবং উপল সেনগুপ্তের গাওয়া টাইটেল সং ক্ষ্ম যত কান্ড - যত কান্ড কলকাতাতেই ক্ষ্ম গানটিও শুনতেও বেশ ভালো লাগে। এই ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফার ইন্দ্রনাথ মারিকের কাজ যথেষ্ট ভালো হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরও চিত্রনাট্যের সঙ্গে যথেষ্ট সাপোর্টিভ। সিনেমা প্রেমী দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টার খামতি রাখেননি ভূতের ভবিষ্যৎ, মেঘনাথ বধ রহস্য, বরুণ বাবুর বন্ধু এবং অপরাজিত ছবিগুলির স্বনামধন্য পরিচালক অনীক দত্ত মহাশয়। আগামীদিনে সিনেমা প্রেমী দর্শকেরা অবশ্যই অপেক্ষায় থাকবেন পরিচালক অনীক দত্তের পরিচালনায় আরও নুতন ছবি বড় পর্দায় দেখার জন্য।

এক আকাশের নীচে আমাকে একটা বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে: দেবলীনা

বাংলার এক উজ্জ্বল অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তার সাথে একান্তে আলাপচারিতায় সাংবাদিক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন: অভিনয়ের দুনিয়ায় আগমন কিভাবে? সূচনাটা কিভাবে হল?

উত্তর: ১৯৯৬ তে প্রথম অভিনয়ের জগতে আমি পা রাখি। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিকের পর আমার মেজ পিসির অনুপ্রেরণায় আমি একটি বিউটি কনটেস্টে নাম লেখাই এবং সেখানে তৃতীয় স্থান ও অধিকার করি। এরপর ১৯৯৬ সালে উচ্চমাধ্যমিকের পর আমি আবারও বিউটি কনটেস্টে নিজের নাম তালিকাভূক্ত করাই এবং সেখানেও যথারীতি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করি। এরপর থেকে সংবাদপত্রের পাতায় মডেল হিসেবে আমার নিয়মিত ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। সেখান থেকে অনেকের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং ১৯৯৬ সালে আমি প্রথম অভিনয় করি 'সীমারেখা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে। এরপর আমি সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস 'সাতকাহনে' দীপাবলীর চরিত্রেতেও অভিনয় করেছি। আমার অভিনয় দেখে রবি অঝা আমাকে 'এক আকাশের নীচে' সিরিয়ালের জন্য সিলেক্ট করেন। এরপর আর আমাকে পেছনে ঘুরে তাকাতে হয়নি।

প্রশ্ন: নিজেকে মেনটেইন করার অর্থাৎ গ্ল্যামার ধরে রাখার রহস্যটা কি? সুস্থ থাকার জন্য কি কি মেনে চলেন?

উত্তর: আমি প্রচন্ড ডিসিপ্লিনড ডায়েট ফলো করি। কোথাও কোন ফাঁকি নেই আমার জীবনযাপনের রুটিনে। আমি তাইচি এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করি শরীরকে ভালো রাখার । সবুজ খেতে ভালবাসি অর্থাৎ আমি শাকজীবি। আমি হেলদি ডায়েট ডিআইপি মেইনটেইন করি। এর মধ্যে একদিন আমার চিট ডে থাকে এবং ওই দিন আমি ডায়েটের রুলস গুলো ব্রেক করে অন্যান্য খাবার খাই। ওই বিশেষ দিনটি ছাড়া অন্যান্য নিয়মিত দিনগুলিতে আমি ভাত রুটি পর্যন্ত খাই না তার পরিবর্তে মিলেট খাই। এগুলি আমার কাছে গ্ল্যামার মেইনটেইন করার বিশেষ করে নিজেকে সুস্থ রাখার প্রক্রিয়া যেগুলো আমি খুব শিষ্টাচারের সাথে অনুসরণ করি।

প্রশ্ন: 'এক আকাশের নীচে' সিরিয়াল নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করেন?

উত্তর: 'এক আকাশের নীচে' আমাকে একটা পরিচিতি দিয়েছে। আমি এই ধারাবাহিকটিতে দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছি। প্রথমে অভিনয় করেছিলাম একটি প্রস্টিটিউটের ভূমিকায় এবং সেই অভিনয়টা করতে করতে যখন এই ধারাবাহিকের নায়িকা কোন কারণে শুটিং থেকে চলে যায় তখন তার পরিবর্তে নায়িকার জায়গাটা আমি পাই। তারপর সেই নায়িকার চরিত্রতে বহুদিন ধরে অভিনয় করেছি। অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এই ধারাবাহিকে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে সুতরাং 'এক আকাশের নীচে' আমার কাছে একটা ইমোশন।

প্রশ্ন: কখনো পরিচালকের পরিচালনায় কাজ করার সময় ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয়েছে? সে ক্ষেত্রে কিভাবে বিষয়টি ম্যানেজ করেছেন?

উত্তর: পরিচালকের সাথে কাজ করার সময় অনেকবারই ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয়েছে বিশেষ করে আমার যিনি গুরু অর্থাৎ 'এক আকাশের নীচে' সিরিয়ালের পরিচালক রবি অঝা আমার এই ডিফারেন্স অফ ওপেনিয়নটাকে খুব মান্য করতেন। উনি মনে করতেন যত ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন দেখা যাবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে ততই আরো নতুন মাত্রা যোগ হবে। অভিনয়ের নতুন দিক উন্মোচিত হবে। আবার অনেক সময় এটা দেখা যায় যে পরিচালক তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করাচ্ছে সেক্ষেত্রে যেহেতু ক্যাপ্টেন অফ দা শিপ পরিচালক সেহেতু পরিচালকের কথা অনুযায়ী কাজটা করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন: অভিনয় ছাড়া আর কি কি ভালো লাগে?

উত্তর: আমার ডান্স খুব ভালো লাগে। কোরিওগ্রাফ করতে ভালবাসি। প্রথমে ভেবেছিলাম যে এই ডান্স নিয়েই আমি আমার ক্যারিয়ার তৈরি করব তারপর এই ডান্স থেকে অভিনয়তে শিফট করে যাই। এছাড়া অন্যান্য ভালোলাগার বিষয় গুলি হল ওয়ার্ল্ড মুভি দেখা, বেড়াতে যাওয়া এবং স্পোর্টস অ্যাডভেঞ্চার। আমি পানজি জাম্পিং, স্কাই ড্রাইভিং স্কুবা ডাইভিং করতে ভালবাসি।

প্রশ্ন: বর্তমানে নারী পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলুন? নারীরা কি বর্তমানে সুরক্ষিত?

উত্তর: না। বর্তমানে নারীরা শুধুমাত্র রাতে কেন যে কোন সময়তেই সুরক্ষিত নয়। এই সাম্প্রতিককালে তো একদমই নয়। হ্যাঁ হয়তো নারী নিরাপত্তা এবং সম্মানের বিষয়টা আগেও ক্ষুণ্ন হতো ।কিন্তু বর্তমানে যেন বেশি করে নারী সম্মান ক্ষুণ্ন হবার বিষয়টা চোখে পড়ছে।

প্রশ্ন: ছোট পর্দা বা বড় পর্দায় আবার কবে ফিরছেন?

উত্তর: আমি মাঝে মাঝেই আমার কাজের ফাঁকে ব্রেক নিই ।কাজ থেকে একটু ব্রেক নিয়ে নিজের মতো করে সময় কাটাই। তবে আমি খুব শীঘ্রই আবার ছোটপর্দায় ফিরব। বড় পর্দা এবং ওয়েব সিরিজ থেকে আমি এখনো ব্রেক নিইনি আমার দুটি বড় পর্দার কাজ চলছে খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে। দুটি কাজ হল 'বৃত্ত রহস্য' এবং 'ছবিওয়ালা'। এছাড়া যে দুটি শর্ট ফিল্ম মুক্তি পাবে সেগুলি হল 'ইতি দা বিগিনিং' এবং 'ফেয়ারী টেল'। এছাড়াও একটি ওয়েব সিরিজ মুক্তি পাবে যার নাম 'শাখা প্রশাখা'।

নির্বাচনী সংঘর্ষের মাঝেই ঘুষের অভিযোগ তেজস্বীর, কমিশন নীরব দর্শক

পাটনা, ৩০ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের গরম রাজনীতিতে এবার তেজস্বী যাদব মুখ খুললেন সরাসরি সুরে। তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে রাজ্য সরকার নির্বাচনের সময় নারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এবং নির্বাচন কমিশন পুরো ঘটনায় নিরুত্তর।

তেজস্বীর দাবি, 'সরকার প্রকাশ্যে ভোটারদের টাকা দিচ্ছে। যেসব মহিলার অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা পড়ছে, সেটি আসলে নির্বাচনী ঘুষ। এই টাকা ফেরতও নিতে হবে, সুদসহ। ২০ বছর ধরে যা দেওয়া হয়নি, এখন হঠাৎ ভোটের মুখে ১০ হাজার টাকা পাঠানো হলো কেন?' তিনি বলেন, বুধবার রাজ্যজুড়ে প্রায় দশ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, 'এটা লজ্জাজনক যে কমিশন এই কাজের অনুমতি দিয়েছে। তাদের নৈতিকতা কোথায় গেল?' অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্য; 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন নীতীশ কুমার'; নিয়ে তেজস্বী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।

তাঁর কথায়, তবিজেপি বিহারে বিনিয়োগ আনতে চায় না। তারা কেবল ভোট নিতে চায়, কিন্তু কারখানা খুলবে শুধু গুজরাটে। এবার বিহারের মানুষ তাদের প্রকৃত জবাব দেবে। বিহারের নেতৃত্ব দেবেন বিহারেরই সন্তান, কোনো বহিরাগত নয়।দতেজস্বী আরও বলেন, 'এই নির্বাচন শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, এটা বিহারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি এই সরকার ফের আসে, রাজ্য আরও পেছনে পড়বে।' রাষ্ট্রের 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যোক্তা যোজনা'-র অজুহাতে সরকার এখন নারীদের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা পৌঁছে দিচ্ছে। বিরোধী শিবির সেটিকে নির্বাচনী কৌশল নয়, বরং স্পষ্ট ঘুষ বলে দাবি করছে।এদিকে নির্বাচন কমিশনের নীরবতা নিয়ে রাজনীতির ময়দানে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে; তেজস্বীর অভিযোগ, 'কমিশন একপাক্ষিক আচরণ করছে, অভিযোগের পরও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।'

কারাকাট কেন্দ্রে নতুন বিতর্ক মনোজ তিওয়ারির অভিযোগে, জ্যোতি সিংয়ের প্রার্থিপদ বিরোধীদের ষড়যন্ত্র

কারকাট, ৩০ অক্টোবর: বিহারের কারাকাট বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে রাজনীতির উত্তাপ বেড়েছে। এই আসনে বিখ্যাত ভোজপুরি অভিনেতা ও বিজেপি নেতা পবন সিংয়ের স্ত্রী জ্যোতি সিং স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জনসমর্থনের জোয়ারে তাঁর প্রচারাভিযান ইতিমধ্যেই দুই বড় জোট; এনডিএ ও মহাগঠবন্ধনের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে জেডিইউ প্রার্থী মহাবলী সিং, অন্যদিকে সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-এর অরুণ সিং এই লড়াইয়ে রয়েছেন। এ অবস্থায় বিজেপি সাংসদ ও ভোজপুরি তারকা মনোজ তিওয়ারি তীব্র আক্রমণ করেছেন জ্যোতি সিংকে। তাঁর মতে, বিরোধীরা এনডিএর ভোট বিভাজনের উদ্দেশ্যে জ্যোতিকে নির্বাচনে নামিয়েছে। তিনি বলেন, 'কারাকাটের মানুষ বুদ্ধিমান। একটিও ভোট নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। জ্যোতির প্রার্থিতা পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ।' মনোজ তিওয়ারি আরও মন্তব্য করেন যে, পবন ও জ্যোতির ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শান্তি কামনা করেন, তবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে কেউ যেন না পড়েন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'বিহারের উন্নয়নের জন্য এনডিএ সরকার অপরিহার্য। বিরোধীরা বিভিন্ন আসনে এ রকম প্রার্থী নামিয়ে ভোট ভাগের খেলা খেলছে, কিন্তু মানুষ এসব ফাঁদে আর পা দেবে না।' গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট বিভাজনের কারণে মালে প্রার্থী এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন। তিওয়ারির বক্তব্য, এ বার সেই ভুল যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। তাঁর মতে, নির্বাচন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং রাজ্যের অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

মোকামায় গুলিবর্ষণে নিহত প্রার্থীর সমর্থক, টাল এলাকায় উত্তেজনা চরমে

পাটনা, ৩০ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মাঝপথে ফের রক্তাক্ত হল প্রচারপর্ব। বৃহস্পতিবার পাটনা জেলার মোকামা টাল অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহতের নাম দুলারচন্দ যাদব। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রিয়দর্শী পীযূষের চাচা ও ঘনিষ্ঠ নির্বাচনী সহযোদ্ধা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুলারচন্দ প্রিয়দর্শীর পক্ষে প্রচারে বেরিয়েছিলেন। পরে তার গাড়ির কাছে সন্দেহজনক অবস্থায় শরীরে গুলির চিহ্নসহ দেহ পাওয়া যায়। সমর্থকদের অভিযোগ, অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ঘটনার তদন্ত চলছে এবং মৃত্যুর কারণ যাচাই করা হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু সূত্র দাবি করেছে, গুলি নয় বরং গাড়িচাপার মাধ্যমে খুনটি ঘটানো হতে পারে।

পুলিশ এখনো বিষয়টিকে 'সন্দেহজনক মৃত্যু' বলে মনে করছে। ইতিমধ্যেই ওই মহকুমার অতিরিক্ত পুলিশ অধিকারী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়েছে কারণ দুলারচন্দ একসময় রাজদ প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যদিও সাম্প্রতিক কয়েক বছরে তিনি দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, মোকামা বিধানসভা আসনে জেডিইউ প্রার্থী হয়েছেন আনন্ত সিং, রাজদ মনোনীত প্রার্থী ভীণা দেবী (সুরজভান সিং-এর স্ত্রী), এবং জন সুরাজ পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রিয়দর্শী পীযূষ। ফলে এই আসনটি এখন মূলত শক্তিশালী তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর ত্রিমুখী লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।